পাক-চক্র

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আট আনা

প্রকাশক—শ্রীবিমলকুমার রায়
৩২, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল দত্ত
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

নিবেদন

পাল্টা-পাল্টি নাটিকাখানি সুধী-সমাজে আদৃত হইয়াছে এবং বহুস্থলে অভিনীত হইয়া সুযশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রথম রচনার যৎকিঞ্চিৎ সাফল্য পুনরায় আমাকে আর একখানি নাটিকা লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছে। ইহার অভিনয়ে দর্শকগণের চিত্ত-বিনোদনে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য হইলে আপনাকে ধন্য মনে করিব। ইতঃপূর্ব্বে "পাক-চক্র" ভারতবর্ষ-পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা
১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৪

গ্রন্থকার।

বাগ্দেবীর বরপুত্র

বহুশাস্ত্রবিশারদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক

বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের

করসরসিজে

অসীম শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্দ্যের

ক্ষুদ্র উপহার

পাত্র-পাত্রী পরিচয়

মাণিকতলার হরেন মিত্র

গণেন মিত্র লেনের মদনবাবু

মদন মিত্র লেনের গণেনবাবু

রমেন ... ... হরেন মিত্রের পৌত্র

প্রাণেশ ... ... মদনবাবুর পুত্র

নলিনী, রোহিণী, সরোজ, কার্ত্তিক প্রভৃতি

(Dreamers' Club) ড্রিমার্স্ ক্লাবের

মেম্বর ও রমেনের বন্ধুগণ

শিবচরণ ... ... হরেনের হিন্দুস্থানী চাকর

সুরমা ... ... মদনবাবুর স্ত্রী

অরুণা ... ... হরেনের পুত্রবধূ ও রমেনের মাতা

কমলা ... ... অরুণার বাল্যসখী ও গণেনবাবুর স্ত্রী

মণিমালা ... ... গণেনবাবুর কন্যা

জনৈকা ঝি

পাক-চক্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হরেন মিত্রের বাটীর অন্দরের বারান্দা।

[হরেনের হিন্দুস্থানী চাকর শিবচরণ ও একজন ঝি। ঝির হাতে খুঞ্চিপোষ ঢাকা "ট্রে"তে একখানি শাড়ী ও কিছু মিষ্টান্ন]—

ঝি। গিন্নিমা কোথায়?

শিবচরণ। (বাঁকা বাঙ্গালা কথায়) কেনো, গিন্নিমাকে কি দরকার আছে?

ঝি। (হিন্দি বলিবার চেষ্টায়) আরে, দেখ্‌তে পার্‌তা নেই হায় যে আমি তত্ত্ব নিয়ে আস্‌তা? তা তোমাদের বিয়ে-বাড়ী এমন ভোঁ ভাঁ কেন হায়? এখানে একজন বোস্‌কে থাক্‌তে হয় না?

শিব। এই ত' সব বৈঠা ছিল। বহুত মাইয়ে ছেলে আস্‌ছিল, খানা-পিনা করিয়ে চলিয়ে গেল। আজ যে বৌ-ভাত ছিল।

ঝি। বৌ-ভাত, না আইবুড়ো-ভাত?

শিব। নেই, নেই—"হাব্‌ড়া" ভাত নেই—বৌ-ভাত।

ঝি। হাব্‌ড়া-ভাত না তোমার মুণ্ডুপাত! (একটু চিন্তা করিয়া) এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম কি হায়?

শিব। হাররেন মিত্রি।

ঝি। তবে? আলবত্‌ আইবুড়ো-ভাত!

শিব। তোমার হুকুমসে হাব্‌ড়া-ভাত?

ঝি। আ মলো যা! তবু তক্কো কর্‌তা?

শিব। আরে, তুমি কাঁহাসে আ'তা, বোলো ত'?

ঝি। আমি কর্ত্তাবাবুর বেহাই বাড়ী থেকে আ'তা।

শিব। কাঁহাসে?

ঝি। কর্ত্তার যে ছেলে মর্‌কে গিয়া ওই ছেলেকা শ্বশুর-বাড়ী থেকে?

শিব। আরে! কর্ত্তাবাবুর একেইঠো ছেলিয়া—জল-জিয়াস্তো! ই কাঁহাকা উল্লু?

ঝি। তুমি মুখ সাম্‌লায়কে কথা ব'লো ব'ল্‌চি। (কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে) এদের আদ্ বাড়ী বিক্রী কর্‌কে, তার পর এই বাড়ীটা ভাড়া কর্‌কে হায় ত'?

শিব। বাড়ী বিক্রী? হামার বাবুকা বাড়ী বিক্রী? তোম্ হিঁয়া গালি দেনে আয়া? যাও, ভাগো হিঁয়াসে!

ঝি। দেখো—নেই ভাল হোগা, ব'ল্‌চি। কুটুমবাড়ীর লোককে অপমান ক'র্‌তে আস্‌তা তুমি?

শিব। আচ্ছা ঠারো—মাজীকো হাম্ আভি বোল্ দে'তা।

ঝি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ছাতু কোথাকার! যা ব'লে দিগে। তোর মা'জী আমাকে ভাল রকম চিন্‌তে পার্‌তা।

[অরুণা ও কমলার প্রবেশ]

অরুণা। কি হ'য়েছে? অত রাগারাগি কিসের? এ লোকটি কে?

(ঝি অরুণাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি ও নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

শিব। উ ব'ল্‌চে আপ্‌নে কুটুমবাড়ীসে আস্‌চে। বা কি হিঁয়া আসিয়ে খালি গালি কর্‌চে।

অরুণা। (আগন্তুককে) তুমি কি তত্ত্ব নিয়ে এসেচ?

ঝি। হ্যাঁ মা, আইবুড়ো-ভাত নিয়ে এসেছি।

কমলা। (একটু হাসিয়া) বৌ-ভাতের দিন আইবুড়ো-ভাত এনেচ? দেখি, তোমার ঐ চিঠিখানা (নাম ও ঠিকানা লেখা খামখানা লইলেন)।

ঝি। তাই ত' মা! আমি ঠিক্ বুঝ্তে পার্চি নে। তোমরা ত' একজনও আমাদের সে গিন্নিমা নও! একি হারাণ মত্রির বাড়ী নয়?

কমলা। এ ত' অন্য নাম লেখা র'য়েছে। এ হারাণ মৈত্রের বাড়ীর আইবুড়ো-ভাত।

ঝি। হ্যাঁ মা, হারাণ মত্রি।

অরুণা। সে ঐ পাশের বাড়ী। তুমি ভুল ক'রে এ বাড়ীতে এসেচ। পাশের বাড়ীতে যাও। ওদের মেয়ের আজ আইবুড়ো-ভাত।

ঝি। তাই যাই মা। আমি এসেই তোমাদের এই হুতুমথুমো চাকরটাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম "তোদের কর্ত্তাবাবুর নাম কি?" ও ব'ল্লে "হায়রেন মিত্রি"—তাতেই ত' হায়রাণ হ'লাম, মা! আচ্ছা, মা! পের্ণাম হই!

অরুণা। এসো বাছা! (ঝির প্রস্থান)—পাশাপাশি দু' বাড়ীতে বিয়ে থাওয়া থাক্লে এম্নি মুস্কিল অনেক সময়ে হয়। এদের আবার তার ওপর নামেরও গোলমাল হ'য়ে গেছে।

কমলা। এইবার তবে আসি, ভাই! উনি অনেকক্ষণ থেকে বাইরে এসে ব'সে আছেন।

অরুণা। বৌমার একটা গান আজ গোলমালের মধ্যে তোমায় শোনাতে পার্লাম না। খাসা গায়, ভাই!

কমলা। আর একদিন মণিকে সঙ্গে ক'রে এসে গান শুনে যাবো।

অরুণা। তোর মেয়ের বিয়ের কিছু ঠিক্ ঠিকানা হ'লো?

কমলা। কৈ আর হ'লো। চেষ্টা ত' অনেক ক'র্চেন। উনি

বলেন অবস্থা খুব ভাল না হ'লে, সে ঘরে কিছুতেই মেয়ে দেবেন না।

অরুণা। ওলো! একটি ছেলের কথা মনে প'ড়েচে। তার মা আমাদের এই পাশের বাড়ীর বিজলীদির সই। অবস্থা ওদের খুব ভাল—আর ঐ এক ছেলে।

কমলা। তবে ত্মাখো ভাই, যদি এ সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে দিতে পারো।

অরুণা। তাঁর সইএর মেয়ের আইবুড়ো-ভাতের নেমন্তন্নে আজ নিশ্চয় তিনি ও বাড়ীতে এসেচেন। আমি ত' এখনই ওখানে যাব। দেখা হ'লে কথাটা পাড়্বো।

[রমেনের প্রবেশ]

কমলা। চ'ল্লাম বাবা রমেন। অনেক দিন আমাদের ওখানে তুমি যাও নি—একদিন যেও।

রমেন। যাব বৈ কি মাসীমা! মাঝে একটু ইয়েতে প'ড়ে গিয়েছিলাম কি না! এইবার যাব। বাইরে কিন্তু মেসোমশাই তোমার যাবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে তাড়া দিচ্চেন। (অরুণার প্রতি) তুমি আর মাসীমার দেরী ক'রে দিও না, মা!

অরুণা। না রে, না—এই যাচ্চে। (রমেনের প্রস্থান)—আচ্ছা তাড়া দিচ্চেন যা হোক্ তোর কর্ত্তা। যেন তাঁর গিন্নিটি একেবারে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। ঐ আবার বাবা আস্‌চেন—নিশ্চয় তোর যাওয়ার জন্যেই তাড়া দিতে।

[হরেনের প্রবেশ]

হরেন। বৌমা! এই গণেনবাবু বড় তাড়াতাড়ি ক'র্‌চেন যাবার জন্যে।

অরুণা। এই যে বাবা! এখনই যাচ্চে—আর দেরী নেই।

হরেন। আচ্ছা, আচ্ছা। একটু তাড়া কোরো।

[হরেনের প্রস্থান]।

কমলা। চল ভাই! যাবার সময় বৌমাকে আর একবার দেখে যাই। খাসা বৌ হ'য়েছে রমেনের। [কমলা ও অরুণার প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হরেন মিত্রের সদর-বাটীর বসিবার ঘর। সম্মুখ দিয়া বাহিরে যাইবার পথ। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, টিপয় প্রভৃতিতে সজ্জিত। গণেনবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছেন। রোশনচৌকী-বাদ্য বাজিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই হরেন মিত্রের প্রবেশ]

গণেন। (খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) শুন্‌চেন! আর একবার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে যদি আপনি একটু তাড়া দিয়ে আসেন!

হরেন। এই মাত্র আমি আবার ব'লে আস্‌চি যে মদন মিত্তিরের লোনের গণেনবাবু অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা ক'র্‌চেন। তাঁরা এই এলেন ব'লে—আর আপনার বেশী দেরী হবে না।

গণেন। যে আজ্ঞে! (আবার খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন। এমন সময় ব্যস্তভাবে মদনবাবু প্রবেশ করিলেন। গণেন তাঁহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া আবার খবরের কাগজে মনোনিয়োগ করিলেন।)

মদন। (সোজা হরেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমি এঁদের নিয়ে যেতে গাড়ী এনেছি। একটু চট্ ক'রে যদি আস্‌তে ব'লে দেন?

হরেন। (মদনের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া) ও! তা' আপনার এঁরা—

মদন। আমার স্ত্রী, মশাই! আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ এসেচেন। আপনি শুধু ব'লে দেবেন—"গণেন মিত্র লেন, মদনবাবুর বাড়ী"।

হরেন। (কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) বটে! আচ্ছা আমি খবর দিচ্চি। (যাইতে যাইতে স্বগত) ইনি হ'লেন গণেন মিত্তিরের লেনের মদনবাবু, আর উনি হ'চ্চেন মদন মিত্তিরের লেনের গণেনবাবু! এ বড় মন্দ নয় ত!—(মদনের দিকে ফিরিয়া) বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

মদন। থাক্—আমি বেশ আছি। আপনি তাড়া দিন গিয়ে।

হরেন। যে আজ্ঞে।

[মৃদু হাসিতে হাসিতে হরেনের প্রস্থান। মদন মিত্র লেনের গণেনবাবু বসিয়া আছেন। গণেন মিত্র লেনের মদনবাবু আফিসের পোষাকে পায়চারি করিতেছেন।]

গণেন। (মদনের প্রতি) আপনি একটু ব'স্‌বেন না? কাঁহাতক পায়চারি ক'র্‌বেন?

মদন। না, এখন আর ব'স্‌তে পার্‌বো না। ডাক্‌তে পাঠিয়েছি আমার স্ত্রীকে।

গণেন। ডাক্‌তে ত' পাঠিয়েচেন—কিন্তু মেয়েদের নড়্‌তে চড়্‌তেই দিন কাবার।

মদন। আমার কাছে তা' হবার যো নেই। এই দেখুন না! আপনিও বুঝি মেয়েদের নিয়ে যাবেন ব'লে ব'সে আছেন?

গণেন। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ অবধি।

মদন। তা' চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে ওই দশাই হয়। (অন্দরের দিকে চাহিয়া) ঐ যে আস্‌চেন ইনি, আমি গাড়ীটা দরজায় লাগাতে বলি। [রাস্তার দিকে প্রস্থান]।

[কমলা আপাদমস্তক সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়া বাহিরে আসিলেন ও রাস্তার দিকে চলিলেন]

গণেন। (হঠাৎ সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই) ও যে আমার স্ত্রী! ওগো শুন্‌চ [কমলার দিকে দ্রুত গমন]।

কমলা। (একটু ঘোমটা তুলিতেই, তিনি যে একজন অপরিচিতের সঙ্গে চলিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া) মা গো! [বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গিয়া গণেনের ঘাড়ে পতন ও তাঁহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া অচেতনবৎ অবস্থান]

গণেন। ভয় কি? ভয় কি? এই যে আমি র'য়েছি—হেঁ হেঁ আমি! আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না?

(কমলা একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া অলসভাবে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)

গণেন। (একটা চেয়ারে বসাইয়া) তাই ত' এ কি হ'লো? বড় ভয় পেয়েচ—না? আচ্ছা—একটু চুপ ক'রে ব'সে ঠাণ্ডা হও দেখি! ভয় কিসের? এই ত' আমি এখানে র'য়েছি।

[মদনবাবুর প্রবেশ]

মদন। কি হ'লো? উনি অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন নাকি?

গণেন। (ব্যঙ্গভরে) আজ্ঞে হ্যাঁ! একেবারে ন্যাকা সেজে এলেন! এইজন্যে বুঝি ব'স্‌তে চাইছিলেন না? আচ্ছা বদ্‌মায়েসী মৎলব!

মদন। খবরদার! যা' তা' ব'ল্‌বেন না ব'ল্‌চি। এখনই অন্যায় কাণ্ড হবে।

গণেন। এর চেয়ে আবার কি অন্যায় কাণ্ড হবে শুনি?

[হরেনের প্রবেশ]

হরেন। কি হ'য়েচে? কি হ'য়েচে?

গণেন। দেখুন ত' মশাই! এই লোকটা আর একটু হ'লে আমার

স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল আর কি? উল্লুকটার দেখ্‌চি একেবারে হুঁস্‌-পবন নেই!

মদন। আঃ—কি ব'ল্‌ব স্ত্রীলোকের আশ্রয় নিয়ে আছ, নইলে তোমাকে একেবারে গুঁড়ো ক'রে ছাড়্‌তাম।

হরেন। আহা! ব্যাপারটা কি হ'লো?—আগে শুনি! কিছুই ত' বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

মদন। ব্যাপার শুনুন, আমি ব'ল্‌চি। আপনি বুঝে দেখুন।

গণেন। (কমলার প্রতি) ছাখো—ওগো—তোমার জ্ঞান হ'য়েছে?

(কমলা ঘোমটা বড় করিয়া টানিলেন)—আঃ, বাঁচ্‌লাম!

(কমলা উঠিতে উদ্যত হইলে গণেন তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল) না, না, এখনই উঠো না—আর একটু ব'সো। ও লোকটা কি ব'ল্‌তে চায়, সেইটা আমি শুনে যাবো।

মদন। (হরেনের প্রতি) আমি মশাই সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া ক'রে কাজে বেরিয়ে গেলাম—যাবার সময়ে আমার স্ত্রীকে ব'লে গেলাম, "চাকরটাকে সঙ্গে ক'রে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে মাণিকতলায় নেমন্তন্ন যেও। আমার ত' বাড়ী ফির্‌তে সন্ধ্যা হয়, ফেরত-মুখে তোমায় আমার গাড়ীতেই তুলে নিয়ে যাবো"।

গণেন। তা' ব'লে পরের স্ত্রীকে নিয়ে যাবার কথা ত' আর ছিল না! আহাম্মুক কোথাকার!

মদন। দেখুন মশাই গালাগাল্‌ দিচ্চে।

হরেন। (গণেনকে) আহা—আপনি একটু স্থির হোন—আমায় বুঝ্‌তে দিন।

মদন। তার পর এখানে এসে, আমি আমার স্ত্রীকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। তার ঠিক পরেই আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে উনি নেমে এলেন। আমাদের সব মেয়েরাই ত' প্রায় ঐ রকম ক'রে যাওয়া আসা

করেন, আর ঘোমটার ভিতর থেকে দেখাশুনাও করেন। তা' আমি মশাই চিন্‌বো কি ক'রে যে—

গণেন। (ক্রুদ্ধভাবে) নিজের স্ত্রীকে যে চেনে না, আর পরের পরিবারকে যে—

হরেন। (গণেনের প্রতি) একটু—আপনি একটু—

গণেন। আচ্ছা—আমি চুপ ক'রে আছি। ও বলুক্ না—ওর কি বল্‌বার আছে।

মদন। আচ্ছা চিন্‌বো কি ক'রে—আপনিই বলুন? আমার স্ত্রী যে কি কাপড়-চোপড় প'রে এসেচেন—আমি তাঁর আস্‌বার সময় ত' দেখিনি। আমি আগে আগে যাচ্চি—আর উনি যখন পিছু পিছু আস্‌চেন—তখন ভাব্‌লাম আমার স্ত্রীই আস্‌চেন!

হরেন। যাক্—বুঝ্‌লাম যে ব্যাপারটা ইচ্ছে ক'রে কেউ করে নি। পাক-চক্রে এই রকম দাঁড়িয়ে গেছে।

গণেন। ওর ওসব কথা বিশ্বাস ক'র্‌বেন না মশাই! (উঠিয়া) দেখুন, ইনি একটু সুস্থ হ'য়েচেন—আমি তবে এঁকে এখন নিয়ে যাই। কিন্তু দেখ্‌বেন ও হতভাগা অন্য কারও পরিবারকে ভুলিয়ে নিয়ে না যায়! (স্ত্রীর হাত ধরিয়া তুলিয়া গমনোদ্যোগ) ওর নিজের পরিবার আছে কিনা তারই বা ঠিক্ কি?

মদন। আজ স্ত্রীলোকের কাছে থেকে খুব বেঁচে গেলে। কিন্তু—আমি এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি যে কখনও যদি তোমায় হাতে পাই ত' একেবারে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে ছাড়্‌বো।

হরেন। থাক্, থাক্—আর কেন?

[স্ত্রীকে লইয়া গণেনবাবু প্রস্থান করিলেন]।

মদন। যাক্, মশাই! এখন আমার স্ত্রীটিকে এইবার দয়া ক'রে আস্‌তে ব'লে দিন।

হরেন। দেখুন—আমি এই মাত্র ভিতর থেকে দেখে এলাম—আমার বাড়ীতে আর কোনও নিমন্ত্রিত মেয়ে ত' নেই, সবাই চ'লে গেছেন।

মদন। (বসিয়া পড়িয়া) এঁ্যা, সে কি মশাই! (একটু সামলাইয়া) না—নিশ্চয় আমার স্ত্রী এই বাড়ীতেই আছেন। আমাকে ঠকাতে সাহস করে এমন লোক জন্মায় নি। আর যদি কেউ ঠকিয়ে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গিয়েই থাকে, আমি কিন্তু সহজে ছাড়্‌বো না। আপনাদের এইখান থেকেই আমার স্ত্রী আদায় ক'রে তবে আমি ছাড়্‌বো। আপনার বাড়ী থেকে যখন হারিয়েচে তখন আপনারাই তার জন্যে দায়ী।

হরেন। তা' এ অবস্থায় মানুষের ঐ রকম রাগ ত' হ'তেই পারে। কিন্তু একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখ্‌তে হবে ত'—"কি হ'য়ে থাকৃতে পারে?"

মদন। আমার মাথা বেশ ঠাণ্ডা আছে। ও ছেঁদো কথা রেখে দিন। বার ক'রে দিন আমার স্ত্রী।

হরেন। দেখুন, তিনি হয় ত' মন বদ্‌লে থাকৃতে পারেন।

মদন। তার মানে?

হরেন। এই নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে আস্‌বো মনে ক'রে, শেষে হয় ত' আর এলেন না। একবার মোটরে গিয়ে চট্‌ ক'রে বাড়ীটা দেখে আসুন না। মানুষের মন ত অমন বদলায়।

মদন। আপনার চেয়েও আমার স্ত্রীকে আমি বেশী ভাল জানি, বুঝেছেন?

হরেন। তা আর বুঝ্‌বো না কেন? এ আর এমন শক্ত কথাটা কি? আপনার স্ত্রীকে না জেনে, কি আর আপনি পরের স্ত্রীকে জান্‌তে যাবেন?

মদন। সে যদি একবার মনে করে যে কোথাও যাবে—বিশেষতঃ কোন বন্ধুর বাড়ী বা বাপের বাড়ী—তা' হ'লে সে বজ্রাঘাত হ'লেও যাবে, বুঝেছেন? হারাণবাবুর স্ত্রী আমার স্ত্রীর ছেলেবেলাকার সই, আর তাঁর মেয়ের বিয়েতে সে আস্‌বে না? এ অসম্ভব! আপনার বৌমাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন। হারাণবাবু আপনার ছেলে ত?

হরেন। হারাণ বাবু! হারাণ মৈত্র?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ—হারাণ মৈত্র। (ব্যঙ্গস্বরে) চেনেন না নাকি?

হরেন। ও হ'য়েছে—ঠিক্ হ'য়েছে।

মদন। (বিরক্তভাবে) ঠিক্ হ'য়েছে কি মশাই?

হরেন। ঠিকানা হ'য়েছে। আপনার স্ত্রীকে এখনই পাওয়া যাবে।

মদন। তাই বলুন—হিসেবের গরু অমনি বাঘে খাবে?

হরেন। আমি চট্ ক'রে পাশের বাড়ীতে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠাচ্ছি—আপনার স্ত্রী সেইখানেই আছেন নিশ্চয়।

মদন। পাশের বাড়ীতে কি আবার?

হরেন। ঐ বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন হারাণবাবু। তাঁর মেয়ের বিয়ের আজ আইবুড়ো-ভাত।

মদন। ও! তাহ'লে আমারই ভুল হ'য়েছে। ইনি তবে ওই বাড়ীতে নিশ্চয়ই আছেন। (অপ্রতিভের হাসি)

হরেন। আপনি বুঝি ও বাড়ীতে আর কখনও যান নি?

মদন। আজ্ঞে না।

হরেন। বটে—তাই এমন কাণ্ডটা ঘটেছে।

মদন। (হাসিয়া) তবে আমি ওই বাড়ীতেই যাই—অনেক উপদ্রব ক'রে গেলাম। নমস্কার মশাই!

হরেন। নমস্কার! (মদনের প্রস্থান)—উপদ্রব ব'লে—ভূতের উপদ্রব!

[রমনের বন্ধু—ড্রীমার্স ক্লাবের কতিপয় মেম্বর—নলিনী, সরোজ, রোহিণী প্রভৃতির প্রবেশ। তাহাদের সঙ্গে রমেনের প্রবেশ)

হরেন। এই যে রমেন ! তোমার বন্ধুরা এসে প'ড়েচেন। তা' হ'লে তুমি এঁদের বসাও। আমি এদিকের বন্দোবস্ত সব দেখি গে। [প্রস্থান]।

রমেন। ব'সো ভাই ! ব'সো তোমরা সব। কিন্তু কার্ত্তিক কৈ ? সে এলো না যে ? (সকলের উপবেশন)

সরোজ। কার্ত্তিকের একটা কিছু ঘটেছে, নিশ্চয়। আজ কাল তা'র একেবারে দর্শন পাওয়াই ভার হ'য়ে উঠেছে।

রোহিণী। ক'দিন পরে কাল সে একবার এসেছিল আমাদের ক্লাবে। খানিকক্ষণ শুধু শুয়ে প'ড়েই রইল, তার পর চুপ্‌চাপ্ উঠে বেরিয়ে চ'লে গেল।

রমেন। এ লক্ষণটা ত' ভাল নয়। যেন কেমন কেমন ঠেকে !

নলিন। ত্যাখো ! সেদিন ওর বাড়ীতে খবর নিতে গিয়ে শুন্‌লাম যে একা সন্ধ্যার আগে কোথায় সে বেরিয়ে গেছে। সেখান থেকে মদন মিত্তিরের লেন দিয়ে ক্লাবে আস্‌চি,—ও মা ! দেখি মূর্ত্তিমান একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে, এক ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

সরোজ। হতভাগা সেখানে কি ক'র্‌ছিল ?

নলিন। ক'র্‌বে আর কি ? সেই বাড়ীর কোনও মহিলা মধুর-কণ্ঠে গান গাইছিলেন, ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাই গিল্‌ছিল।

রোহিণী। ও, তা' হ'লে আমাদের আইবুড়ো কার্ত্তিকটিকে রোগে ধ'রেচে। আচ্ছা ও-ই কেবল ব'ল্‌ত না যে—"মনকে যদি দাও প্রশ্রয়, অমনি প্রেম ক'র্‌বেন জেঁকে আশ্রয় !"

সরোজ। হ্যাঁ, ও দেখেচি। যাঁরা যত হৃদয়বলের বড়াই ক'রে বেড়ান, লড়াই কর্‌বার ক্ষমতা তাঁদের ততই কম। খেলার বেলুন

যত ফুলিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তত সামান্য আঘাতেই সে ফুট্ ক'রে ফেটে যাবে।

রোহিণী। আরে, কাল ক্লাব থেকে উঠ্‌বার সময় একখানা কাগজ প'ড়ে গেল কার্ত্তিকের পকেট থেকে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখি—তারই হাতের লেখা একটি কবিতা অথবা গান।

নলিন ও সরোজ। দেখি, দেখি! তোমার কাছে আছে?

রোহিণী। (একখানি কাগজ দেখাইয়া) এই যে। এটা নিয়ে ওর সঙ্গে একটু মজা ক'র্‌তে হবে। দাঁড়াও, রমেনকে দিয়ে এটাতে একটা সুর লাগিয়ে নিচ্ছি।

নলিন। হ্যাঁ, রমেন হ'লো গাইয়ে মানুষ। যাতে তাতে সুর লাগাতে ওর কসুর নেই। আর আমাদের মত এই কটা বেসুরো অসুরকে তাতেই ত' জয় ক'রেছে। কিন্তু কার্ত্তিক যে একেবারে সুর-সেনাপতি। সেখানে সুর-চালনা ক'র্‌তে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে না আসে।

[কার্ত্তিকের প্রবেশ]

রমেন। এই ত' নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তেই কার্ত্তিক এসে উপস্থিত।

সরোজ। আরে কি মনে ক'রে হে কার্ত্তিক? হঠাৎ এসে প'ড়্‌লে যে? আজ কি মদন মিত্রের লেনে পাহারাওয়ালাগুলো প্রচণ্ডভাবে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্চে? না খড়খড়িগুলো বেজায় বিদ্রোহী হ'য়ে বন্ধ থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছে? না, কোনও কমলমুখীর পরিবর্ত্তে জানালায় আজ গালপাট্টার উদয় হ'য়েছে—যা দেখে হৃদয়-বস্তুটি হাতে ক'রে তুমি সেখান থেকে চোঁ চাঁ দিয়ে একেবারে এইখানে উপস্থিত হ'য়েছ?

কার্ত্তিক। থাম্ না। মিছিমিছি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ক'র্‌বি ত ঘুষিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবো। সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না। আমার এখন, বলে, মাথার ঠিক্ নেই। (অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া পড়িল)।

নলিন। এই দেখেছো ত? Boxer ঘুষি বাগিয়েই আছেন। তার উপর আবার মাথার ঠিক্ নেই—সাবধানে কথা ব'লো সব।

রোহিণী। আহা! নিয়েছে মনপ্রাণ হরিয়া—

(সে আমার)

গুমরি মরি তাই রহিয়া—রহিয়া

(কার্ত্তিক উঠিয়া বসিল ও পকেটে হাত দিয়া কতকগুলো কাগজের মধ্যে একটা কি খুঁজিতে লাগিল—পরে হাসিয়া ফেলিল)

কার্ত্তিক। হতভাগা চুরি ক'রেচে রে!

রোহিণী। আমি ত' একটা রচনা চুরি ক'রেচি। তার যা' শাস্তি সে আমি নিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু যিনি তোমার মন প্রাণ বড় বড় দুটো জিনিষ হরণ ক'রেছেন, তাঁকে শাস্তি দেবে কি ক'রে?

নলিন। তাঁকে শাস্তি দেবার কোন ক্ষমতাই ওঁর নাস্তি। চুরি ত' সে করে নি। উনি ঝিল্‌মিলির বাইরে থেকে ওঁর সর্ব্বস্ব তার অজ্ঞাতে হাতের কাছে ফেলে দিয়ে এসেছেন। এখনও সেখানে তার নজরও পড়ে নি, আর খবরও পৌছায় নি।

কার্ত্তিক। আচ্ছা এই নিয়ে তোমরা ঠাট্টা ক'র্‌চো, আর আমি প্রাণে মারা যাচ্চি!

রমেন। বলিস্ কি রে কার্ত্তিক! তোকে প্রাণে মার্‌তে পারে এমন কে সে? বল্ ত' তার রাস্তা আর আস্তানার নম্বরটা। আমি একবার সে প্রাণঘাতীর সন্ধানটা নিয়ে আসি।

রোহিণী। এই নাও। সেই প্রাণঘাতীর উদ্দেশে স্বয়ং কার্ত্তিকের রচনা।

রমেন। (কাগজ মনে মনে পড়িয়া) আরে বাঃ! কেয়া তোফা! দাঁড়াও, দাঁড়াও।—

(একটু একটু সুর ভাঁজিয়া—রমেনের গীত)

নিয়েছে মনপ্রাণ হরিয়া।
গুমরি মরি তাই রহিয়া—রহিয়া।
থির দামিনী যেন দেহের লাবণি,
বিকচ কমল বদন নিছনি,
নয়ন ঢল ঢল, তারা ভোমরা কালো—
চাহনি দেয় হিয়া মোহিয়া।
বাঁধুলী অধরে কত সুধা ধরে—
ভাষিতে হাসিতে অমিয় যে ঝরে,
তারে কি পাব না, সদা এ ভাবনা—
গিয়েছি হ'যে শেষে "মরিয়া"।

নলিন ও বন্ধুগণ। (করতালি দিয়া) বাহবা! বাহবা! অতি চমৎকার!

রমেন। যাক্—এখন ঠিকানাটা বল দেখি, আমি তদ্বির ক'র্‌তে বেরিয়ে পড়ি।

নলিন। রাস্তাটা হ'চ্চে—"মদন মিত্র লেন"—

রমেন। বটে, বটে! আর নম্বরটা?

কার্ত্তিক। নম্বরটা ত' দেখিনি!

নলিন। তা' দেখ্‌বি কি ক'রে? খড়খড়িতে ত' আর নম্বর ঝুলান থাকে না। যাক্, কিছু দরকার নেই। আমি সেদিন দেখেছি দরজায় লেখা আছে—গণেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল, হাইকোর্ট।

রমেন। বাস্—বাস্। আর ব'ল্‌তে হবে না। সে যে আমার বিশেষ জানাশোনা জায়গা। সেখানে গৃহস্বামী, তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা—সকলেই আমার বিশেষ পরিচিত! মেয়েটি এইবার আই. এ-তে স্কলার্‌সিপ্ পেয়েছে, আর কি মিষ্টি যে গান গায় তা' কি আর ব'লবো!

রোহিণী। প্রয়োজন নেই বল্‌বার। আমরা সকলেই জানি—তার সাক্ষী কার্ত্তিকের এই অবস্থা।

কার্ত্তিক। রমেন, তুই ত এঞ্জিনিয়ার—তোর উপর ভার দিলাম একটা প্ল্যান্ কর্‌বার।

নলিন। আচ্ছা ভাই, তাই দাও। আমরা গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণ পেলেই হ'লো। সব ত' বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। এখন একবার তাসে বোস্ দেখি ততক্ষণ। রমেন, তুই একটা গান ধর।

রমেনের গীত (কীর্ত্তন)

সখা রে। কি আর কহিব তোরে ॥

সব হারায়েছি—যেদিন হেরেছি
তারে দুটি আঁখি ভ'রে (সব হারায়েছি গো)
(ও সেই—ঝিলিমিলির ফাঁকে ফাঁকে
দেখে তাকে, হারায়েছি গো)
(দিয়ে ভুলে ভুলে, তার হাতে তুলে,
সব যে আমার হারায়েছি গো)
(কিবা) মৃণাল ভুজবল্লরী, অঙ্গে লীলার লহরী—
হিয়া বিমোহন চলন বলন
পাগল করিল মোরে ॥
(আমি ক্ষেপে যে গেছি)
(মনের আগুন চেপে চেপে ক্ষেপে যে গেছি)
(মনের কথা আর ব'ল্‌বো কারে—
তবে—দিন পাই ত ব'ল্‌বো তারে)
(রাঁচি যেতে যে হবে—
যদি প্রাণে বাঁচি, তবেই রাঁচি যেতে যে হবে)
নীল নয়ন তারা— মধুপ মাতোয়ারা
চল চল নীলকমলে;
চলে গজরাজ সম— মনোরম অনুপম—
মন মম দলন করে।

কার্ত্তিক। (তাস হাতে করিয়া ডাকিল) Two Hearts! (টু হার্ট্স্)।

নলিন। বেশ ডেকেছ কার্ত্তিক! Two Hearts! বাঃ—ওতে কিন্তু আমি পাশ (Passed).

তৃতীয় দৃশ্য

মদনবাবুর বাটীর বারান্দা।

[সুরমা ও অরুণার প্রবেশ]

অরুণা। তা হ'লে তুমি কাল বিকেলবেলা আমাদের বাড়ী আস্‌বে নিশ্চয় ত'?

সুরমা। তুমি অত ক'রে ব'ল্‌চ—আমি না গিয়ে পারি কখনও?

অরুণা। আচ্ছা দিদি, তোমার মনে আছে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ের কথা ক'দিন আগে তোমায় ব'লেছিলাম?

সুরমা। মনে আছে বৈ কি! তুমি সে মেয়েটিকে যে দেখাবে ব'লেছিলে—তার কি হ'লো? ছেলের বিয়ে আমি এই মাসেই দেবো।

অরুণা। তা হ'লে তুমি যখন যাবে তখন সেই মেয়ে সঙ্গে ক'রে তার মাকেও আমাদের বাড়ী আস্‌তে ব'লে দেবো।

সুরমা। বেশ কথা! আমিও তাহ'লে ছেলেকে নিয়ে যাব। ওরা নিজেরা পছন্দ ক'র্‌লে আর কারও দেখা-শোনার দরকারই হয় না।

অরুণা। তার পর, ছেলের যদি পছন্দ হয়, তাহ'লে তোমার কাছে আমার দু'টো কথা বল্‌বার আছে। সে তখন ব'ল্‌বো। তুমি আমাদের বিজলী-দির সই, আমার নালিশ তোমায় শুন্‌তেই হবে।

সুরমা। আচ্ছা গো, আচ্ছা!

[হঠাৎ মদনের প্রবেশ]

মদন। দ্যাখো!

[অরুণা ত্রস্তভাবে ঘোমটা টানিল; মদন অপ্রতিভ হইয়া ফিরিতে যাইতেছিল। অরুণা ইসারায় "চল্লাম"—এই কথা সুরমাকে জানাইয়া প্রস্থান করিল]।

সুরমা। (মদনকে) তোমার একি কাণ্ড বল দেখি?

মদন। কাণ্ড আবার কি? আমি কি ক'রে জান্‌বো যে তোমার সঙ্গে একজন—

সুরমা। দ্যাখো! মিছে ন্যাকামি ক'রো না। কোন্ দিন তুমি এমন সময় বাড়ী আস বল ত'? আমার সইয়ের বন্ধু কতদিন পরে আজ দেখা ক'র্‌তে এসেছেন, অম্‌নি তোমার মাথার টনক্ ন'ড়ে উঠ্‌ল? আশ্চয্যি!

মদন। (অভিমানে) তুমি কি ব'ল্‌চ যে ইচ্ছে ক'রে আমি ওঁয়ার সুমুখে এসেচি?

সুরমা। (কৃত্রিম কোপে) হ্যাঁ—তাই ত' ব'ল্‌চি।

মদন। তুমি আমাকে এম্‌নি ভাবো যে এই বয়সে—

সুরমা। তাই ত' আশ্চয্যি যে এই বয়সে—

মদন। তুমি থাক্‌তে আমি—

সুরমা। হ্যাঁ, আমি থাক্‌তে তুমি—ছি-ছি-ছি—একটু লজ্জাতেও বাধ্‌লো না?

মদন। শেষে তুমিও আমাকে এম্‌নি ক'রে—

সুরমা। ওঃ, শেষে তুমিও আমাকে এম্‌নি ক'রে—অবহেলা, অপছন্দ, অপমান ক'র্‌বে?

মদন। (ব্যস্তভাবে) তা' কি পারি? কি ব'ল্‌চ তুমি? তুমি কি

জান না যে তোমাকে আমি কত ভালবাসি? তুমি রাগ ক'র্‌লে আমি চারিদিক শূন্য দেখি।

সুরমা। এই সেদিন তুমি ঐ অরুদের বাড়ীতেই আর এক ভদ্র-মহিলাকে নিয়ে কি কাণ্ডই না বাধিয়েছিলে। তাকে তোমার নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কি না—

মদন। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) সুরমা! তুমি এ কথা কি বিশ্বাস ক'রেচ যে আমি ইচ্ছে ক'রে—

সুরমা। আমার ঘেন্নায় জলে ডুবে ম'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে।

মদন। (কাতরভাবে) এঁ্যা?

সুরমা। (কোপের ভাণে) আমি কালই যাব সেই মহিলার সঙ্গে একবার বোঝাপড়া ক'র্‌তে। তার পর আমার যা' মনে আছে।

মদন। আর আমি আজই যাব সেই ভদ্রলোক—হ্যাঁ ভদ্দরলোক না হাতী—সেই ছোটলোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'র্‌তে। তার পর আমার মনে যা' আছে। (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দ্বন্দ্বযুদ্ধ! দু'গাছা লাঠি কিংবা দু'খানা এগার ইঞ্চি—এর মধ্যে যে-টা সে বেছে নিতে চায় নিক্, তা'তে আমার কোনও আপত্তি নেই।

সুরমা। (কথঞ্চিৎ শান্ত কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে) কিন্তু তুমি তাদের নাম, ঠিকানা কিছু জানো?

মদন। তা' ত' জানা নেই।

সুরমা। (হতাশভাবে) তবে আর কোথায় আমি বোঝাপড়া ক'র্‌তে যাব?

মদন। (বিমূঢ়ভাবে) তবে আর আমিই বা কোথায় যুদ্ধ ক'র্‌তে যাব? (ক্ষণকাল চিন্তার পর) কেন সেই বুড়ো—যার বাড়ীতে ব'সে সে আমায় অপমান ক'র্‌লে—সেই বুড়োকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই তার নাম ঠিকানা সব পাব।

সুরমা। (শান্তভাবে) ছিঃ—আবার তুমি সে মুখো হবে? আর ওরা হ'লো তার আপনার জন—তোমাকে তাদের ঠিকানা বলে কখনও? ভয় হবে না ওদের তোমাকে দেখে?

মদন। তবে?

সুরমা। (চিন্তার ভাণ করিয়া) তবে—তবে—তবে আর থাক্‌গে।

মদন। থাক্‌গে! কিন্তু, আমার সম্বন্ধে তুমি তাহ'লে—

সুরমা। (হাসিয়া) তোমাকে কি সত্যি আমি অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি!

মদন। (অত্যন্ত খুসী হইয়া) তবে—তবে না কী! তাই ত' বলি!—কিন্তু আমি যদি কখনও সে লোকটাকে হাতের মধ্যে পাই—তা' হ'লে ছেড়ে কথা কইব না—এই তোমায় ব'লে রাখ্‌লাম। হ্যাঁ, ভাখো—আজ আমি সকাল সকাল এলাম তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'র্‌তে। প্রাণেশের বিয়ের আর দেরী করা চলেনা।

সুরমা। তা' কি চলে! তোমার ত' কিছুরই অভাব নেই। আর ঐ একটা ছেলে।

মদন। তার ওপর বিয়েয় যখন ওর মন হ'য়েছে।

সুরমা। আমি কাল বিকেলে একটি মেয়ে দেখ্‌তে যাব। মেয়ে ভাল হ'লে সেইখানেই বিয়ে দিও।

মদন। নিশ্চয়! তোমার যেখানে পছন্দ হবে—সেইখানেই ওর বিয়ে পাকা—এ তুমি স্থির জেনো।

সুরমা। আচ্ছা, এখন এসো। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, একটু জল মুখে দেবে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান]।

চতুর্থ দৃশ্য

হরেন মিত্রের বাটীর কক্ষ।

রমেন। আজ মাসীমা তাঁর মেয়ে মণিমালাকে নিয়ে যে আমাদের বাড়ী আস্‌ছেন।

কার্ত্তিক। তোমার মাসীমা?

রমেন। গণেনবাবুর স্ত্রীকে আমি মাসীমা বলি। আমার মার সঙ্গে তাঁর বড় ভাব। দু'জনে একেবারে বোনের মত।

কার্ত্তিক। এম্‌নি বেড়াতে আস্‌চেন বুঝি?

রমেন। মা তাঁর আর একটি নতুন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এনেচেন। শুন্‌লাম মণিমালাকে দেখাবার জন্য।

কার্ত্তিক। এ্যাঁ? বল কি? তাহ'লে এখন উপায়?

রমেন। তাই ত' ভাব্‌চি। দেখি কি উপায় ক'র্‌তে পারি। তুমি এইবার যাও দেখি—তাঁরা এখনই এসে প'ড়্‌বেন।

কার্ত্তিক। (কাতরভাবে) চ'লে যাব? আচ্ছা ভাই—যাচ্ছি; কিন্তু প্রাণটা তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—এইটা মনে রেখো।

রমেন। ঐ যে মা তাঁর সেই বন্ধুকে নিয়ে এখানেই আস্‌ছেন। চল্ আমরা স'রে পড়ি। [উভয়ের প্রস্থান]।

[অরুণা ও সুরমার প্রবেশ]

অরুণা। ত্যাখো ভাই! তোমায় এ মেয়েটিকে নিতেই হবে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেম্‌নি আবার লেখাপড়া—ঘরগেরস্থালী—কাজ-কর্ম্মে। বৌ নিয়ে তুমি সুখী হবে এ আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি। আর একটি মেয়ে ওদের—সাধ আহ্লাদ ত' ক'র্‌বেই তারা।

(উভয়ের উপবেশন)

সুরমা। তবে আবার কি চাই? বেয়াই—বেয়ান—এঁরা মানুষ কেমন?

অরুণা। বেয়ান তোমার খুব ভাল হবে। বেয়াইও খুব ভদ্দর—আর একজন ভাল উকিল।

সুরমা। কি নাম তাঁর?

অরুণা। গণেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুরমা। থাকেন কোথায়?

অরুণা। উপস্থিত আছেন মদন মিত্রের লেনে। একটা কথা আছে কিন্তু ভাই!

সুরমা। কি কথা ভাই?

অরুণা। এইখানে বিয়ের কথা শুনে তোমার কর্ত্তা আবার না বেঁকে বসেন।

সুরমা। ইস্! আমি পছন্দ ক'রে কথা দিলে—তাঁর আর বেঁকুতে হয় না।

অরুণা। কিন্তু একটু গোল হ'য়ে গিয়েছিল—আর সে আমাদেরই বাড়ীতে। তোমার সেইটুকু শুধ্‌রে নিতে হবে ভাই!

সুরমা। কি গোল? বল না! এ যে হেঁয়ালী হ'য়ে যাচ্ছে।

অরুণা। হেঁয়ালী নয়।—কথাটা নিশ্চয় তুমিও শুনেচ। এই মেয়ের মাকে নিয়ে—

সুরমা। গোল উঠেছিল? ওরা কি একঘরে হ'য়ে আছে নাকি? ওমা!

অরুণা। আঃ, কি বলো তার ঠিক্ নেই। একঘরে হ'তে যাবে কেন? এই মেয়ের মাকে নিয়ে তোমার কর্ত্তা নিজের গাড়ীতে তুল্‌তে যাচ্ছিলেন। (হাসিতে লাগিলেন)

সুরমা। (হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া) ওমা, কি ঘেন্না! ইনি বুঝি

সেই ? আহা বেচারী নাকি ওঁয়াকে দেখে "মূচ্ছো" গিয়েছিল। তা' হ্যাঁ ভাই, তুমি ত ওঁকে দেখেছ—ওঁর কি সত্যি সত্যিই মূর্চ্ছা যাবার মতন চেহারা ?

অরুণা। আহা চেহারা দেখে মূর্চ্ছা যাবে কেন ? ওতো আজকাল-কার মত নয়—একটু সেকেলে ভাবের। একগলা ঘোমটা দিয়ে তোমার কর্ত্তার মোটর গাড়ীর দিকে যাচ্ছিল ; হঠাৎ ঘোমটা তুলেই দেখেছে —পরপুরুষ ; অম্‌নি পেছন ফিরে ছুটে আস্‌তে গিয়ে পড়্‌বি ত' পড়্‌ নিজের পুরুষটিরই ঘাড়ে। আর মূর্চ্ছা না গেলে কি চলে তখন ?

সুরমা। উনি ও বাড়ী থেকে আমাকে তুলে নিয়ে ফের্‌বার সময় গাড়ীতে ব'সে এই সব কথা সেদিন ব'ল্‌ছিলেন, আর ব'ল্‌ছিলেন যে তাকে যদি একবার হাতের ভেতর পাই ত' আমি দেখে নেবো।

অরুণা। সেই জন্যেই ত' আমার ভয়। এ সম্বন্ধ হ'লে ত' হাতের মধ্যেই পাবেন।

সুরমা। ইস্‌! আমার হাতের মুঠো থেকে নিজে তিনি ফস্‌কাতে পার্‌লে তবে ত' ? তা' ছাড়া যার সঙ্গে অমন ঝগড়া হ'লো তার নাম ধাম কিছুই ত' আমাকে সেদিন ব'ল্‌তে পার্‌লেন না ;—(হাসিয়া) ঐ রকম মানুষ উঁনি।

অরুণা। তোমায় ভাই আগে থাক্‌তে কথাটা ব'লে সাবধান ক'রে রেখে দিলাম।

[কমলা ও মণিমালার প্রবেশ]

সুরমা। এঁরা এলেন বুঝি ? ওমা—মেয়ে দেখে যে আর চোখ ফিরিয়ে আনা যায় না !

অরুণা। (কমলাকে) এসো ভাই, এসো ! আয় মণি, তুই এই-খানে বোস্‌। (কমলা ও মণিমালা বসিল)

সুরমা। (কমলার প্রতি) কি সুন্দর মেয়েটি আপনার! দেখ্‌লেই ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। (মণিকে) কি নাম মা তোমার?

মণি। শ্রীমতী মণিমালা দাসী।

[শিবচরণের প্রবেশ]

শিব। প্রাণেশ সাহেব এইঠো পাঠাইয়েছেন। (প্রাণেশের কার্ড দিল)

সুরমা। (অরুণার প্রতি) আমাদের খোকা এসেচে। তাকে ডেকে এখনই মেয়ে দেখিয়ে দাও—আবার কি তার কাজের তাড়া আছে।

অরুণা। (শিবচরণের প্রতি) এইখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।

[শিবচরণ প্রাণেশকে ডাকিতে গেল ও পরক্ষণেই তাহাকে ঘরের ভিতর পৌঁছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রাণেশের ক্ষীণ দেহখানি সাহেবী পোষাকে সজ্জিত। যেন উহাতে ত্রিভঙ্গ ভাব একটু দেখা যায়)

সুরমা। (প্রাণেশকে) ওরে, এইটি ক'নে! আমার ত' খুব পছন্দ। তবু তুই নিজে একবার দেখে যা।

প্রাণেশ। (মণিকে) তোমার নাম কি?

মণি। শ্রীমণিমালা ঘোষ।

প্রাণেশ। কতদূর লেখাপড়া ক'রেচ?

মণি। আই, এ, পাশ ক'রেচি।

প্রাণেশ। কোন্ ডিভিসনে?

মণি। ফার্ষ্ট ডিভিসনে।

প্রাণেশ। Sportsএ কোনও distinction আছে? এই High Jump কি Long Jump কিংবা—

মণি। (জোর গলায়) না।

প্রাণেশ। Dancing?

মণি। না—

প্রাণেশ। মোটর Driving?

মণি। জানি।

প্রাণেশ। Music? গাইতে পারো—"শেফালী তোমার আঁচল-খানি and so on"?

অরুণা। গা ত মণি একটা গান?

(মণিমালার গীত)

ও গো, সুন্দর অনুপম!
মম অন্তরতম!
ভুবন আমার নন্দিত তব
ইঙ্গিতে প্রিয়তম!
তোমার পরশ অঙ্গে
আসে দখিনার সঙ্গে,
দোলে হিল্লোলে মঞ্জুল নব-
মঞ্জরী মনোরম॥
শ্যামল কুঞ্জবনে
অলিদল-গুঞ্জনে
শুনি রুনিঝুনি তব মঞ্জীর-
শিঞ্জন নিরুপম—
কোকিলের স্বরে তোমারি গানের
ঝঙ্কৃত পঞ্চম॥

সুরমা। কি মিষ্টি গলা মেয়েটির!

প্রাণেশ। আমার মুখের দিকে চাও ত'! (মণি খট্ মট্ করিয়া চাহিল)—(সুরমাকে) আচ্ছা মা! আমি তাহ'লে এখন যাচ্ছি। বড় তাড়াতাড়ি আছে। ও পছন্দ-টছন্দ তুমি ক'রো। [প্রাণেশের প্রস্থান]।

অরুণা। যা মণি তোর বৌদির কাছে যা। সে ব'লে রেখেছে, এলেই তোকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

মণি। হঁ্যা, আমি বৌদির গান শুনিগে। [মণির প্রস্থান]।

অরুণা। যা' বুঝ্‌লাম—বাবাজীর ক'নে পছন্দ হ'য়েছে খুব।

সুরমা। পছন্দ হবে না? আমার ছেলের চোখ আছে ত'? তাহ'লে মেয়েটিকে আমায় দিচ্ছ?

কমলা। সে ত মেয়ের ভাগ্যি!

সুরমা। (অরুণার প্রতি) আমি আজ আসি ভাই, আবার একদিন তখন আস্‌বো। (কমলার হাত ধরিয়া) চ'ল্লাম ভাই, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার মেয়েকেই আমি বউ ক'র্‌বো। [প্রস্থান]।

[রমেনের প্রবেশ]

রমেন। কি ঠিক্ হ'লো মাসীমা। মণির বিয়ে ঐ খানেই হবে নাকি?

অরুণা। হঁ্যা; বেশ হবে।

রমেন। হঁ্যা—তবে—ইয়ে—

কমলা। কেন, তোমার কি এ সম্বন্ধ পছন্দ নয়?

রমেন। (মার মুখের প্রতি চাহিয়া) এমন অপছন্দ কি—তবে একটু ইয়ে।

কমলা। তুমি জান ছেলেটিকে?

রমেন। জানি বৈ কি। যেন বেশ—ইয়ে গোছের নয়—আর নামটা যেন কেমন! আচ্ছা মাসীমা, ধর যদি এই রকম নাম হয়—যেমন সুধাংশু, কার্ত্তিক,—হিমাংশু,—কি কার্ত্তিক—আবার চেহারাতেও কার্ত্তিক, আর লেখায় পড়ায়, বংশে, অবস্থায়—সবদিকে একেবারে কার্ত্তিক—সে কেমনটি হয়?

অরুণা। ওর পাগ্‌লামী শুনিস্‌নি কমলা। দে দেখি তেমন একটা পাত্র। তা নয় খালি সুধাকর—কার্ত্তিক ; কার্ত্তিক—সুধাকর।

রমেন। দেবো না ত' কি ?—তুমি এক হপ্তা আমায় সময় দাও। বাস্‌! একেবারে যথার্থ কার্ত্তিক ধ'রে নিয়ে আস্‌বো।

কমলা। (পাশের ঘরের দিকে ফিরিয়া ডাকিল) কৈ রে মণি! আয় এইবার।

[মণিমালার প্রবেশ]

মণি। রমেনদা! বৌদির কাছে কেমন আমি গান শুনে এলাম!

রমেন। এই দেখ, কেবল বাড়ীতে গান—কী ভাল লাগে না। (যাইতে যাইতে চাপা গলায় মণির প্রতি) তোর বৌদি বেশ গায়—নারে মণি ? [রমেনের দ্রুত প্রস্থান—মণি মৃদু হাসিতে লাগিল]।

অরুণা। ওর কথা শুনিস্‌নি কমলা। আজ বাড়ী ফিরেই ঘোষ মশাইকে ব'লে সব ঠিক্ ক'রে ফেল্‌বি। তাঁকে "কিন্তু" হ'তে মানা করিস্‌। বরের মাকে আমি জানি। তিনি যখন অভয় দিয়েছেন, তখন আর তোর কোনও চিন্তা নেই।

কমলা। আচ্ছা তবে আসি দিদি।

অরুণা। এসো। [সকলের প্রস্থান]।

[নলিনী, সরোজ ও রোহিণীর প্রবেশ]

সরোজ। রমেন!

[রমেনের প্রবেশ]

রমেন। এই যে সব এসেচ! ব'সো, ব'সো। (সকলে বসিলেন)

রোহিণী। তারপর খবর কি বল ? আমাদের কার্ত্তিক কি ময়ূরের পিঠেই থাক্‌বেন, না চতুর্দ্দোলায় গিয়ে উঠ্‌বেন, তাই বল দিকি শুনি।

রমেন। ওসব চতুর্দ্দোলা, চৌঘুড়ি চুলোয় যাক্, এখন শুধু চেলি-চন্দনই ওর জুটলে বাঁচি!

নলিন। কেন রে কি হ'লো? ও যে তোর ভরসাতেই বুক বেঁধে আছে।

রমেন। কপাল রে ভাই, কপাল! কারও কিছু কর্‌বার সাধ্য কি? আমার মা সেই মেয়েটির জন্যে, এরই মধ্যে, একটি সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রেচেন। এখন সে নড়্‌চড়্ হওয়া বড়ই শক্ত।

রোহিণী। তবে উপায়? ওদিকে কার্ত্তিক যে মারা যায়!

নলিন। সে সম্বন্ধ খুব ভাল নাকি?

রমেন। হ্যাঁ, এক রকম ভাল বই কি! তুমি তাদের খুব জান, নলিন দা।

নলিন। কারা বল ত?

রমেন। পাত্র হ'চ্ছে—গণেন মিত্রের লেনের মদনবাবুর ছেলে, প্রাণেশ। আমাদের বাড়ীতে ব'সে—এইমাত্র—দু'পক্ষের কথা দেওয়া হ'য়ে গেল। আমি উপস্থিত থেকেও বাধা দিতে পার্‌লাম না।

নলিন। ঐ মদন বোসের ছেলে প্রাণেশ—সে হ'লো তোমার ভাল পাত্র? সে প্রাণেশ ত' নয়—একটি আস্ত গবেশ। আদুরে ছেলের আছে শুধু লম্বা সাহেবী চাল্—তাও যদি মানাত'? সে-টা একেবারে ভদ্র-সমাজের অনুপযুক্ত।

সরোজ। তা' হ'লে শোনো নলিনদা! ও বাঁদরের গলায় মণিমালা আমরা কিছুতেই দিতে দেবো না।

রোহিণী। তা' হ'লে যে কোন রকমেই হোক্ সে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিতে হবে যে? লোকে কত বড় বড় ব্যাপার গ'ড়ে তোলে, আর আমরা এটা ভেঙ্গে দিতে পার্‌বো না?

নলিন। ঠিক্ ঠিক্—তা' আর পার্‌বো না! আর এ রকম ক্ষেত্রে ভেঙ্গে দিলে কোনও দোষ নেই।

সরোজ। কিন্তু কেমন ক'রে ভাঙ্গা যাবে?

রমেন। আচ্ছা, তোমার ত' মদনবাবুর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ পরিচয় আছে, নলিনদা?

নলিন। তা' আছে।

রমেন। তুমি যে কোনও রকমে পার, একবার স্বয়ং মদনবাবুকে মেয়ে দেখ্‌তে গণেনবাবুর বাড়ী নিয়ে আস্‌বে। বাকী সব আমরা গুছিয়ে নেব।

নলিন। তা' আমি খুব পার্‌বো।

সরোজ। বেশ, তবে আজকের মত ঘরে যাওয়া যাক্। কাল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যাবে।

রমেন। আমি কার্ত্তিকটাকে ডেকে নিয়ে আজ একবার উকিল বাড়ীর ধারটা ঘুরে আসি গে।

[সকলের প্রস্থান]।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গণেনবাবুর সুসজ্জিত কক্ষ।

[টেবিলের ধারে বসিয়া গণেনবাবু কাগজ-পত্র দেখিতেছেন। তাঁহার গায়ে ড্রেসিং গাউন, চোখে চশমা ও হাতে একটি লাল পেন্‌সিল। চোখ হইতে চশমা খুলিয়া ও পেন্‌সিল কাগজের উপর রাখিয়া 'কলিং বেল' টিপিলেন। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল।]

গণেন। ওরে! গাড়ী বার ক'র্‌তে বল্।

ভৃত্য। দিদিমণি মোটর নিয়ে বেরিয়েছেন। মা'ও গেছেন—ব'লে গেছেন এখনই ফির্‌বেন।

গণেন। আচ্ছা যা। ড্রাইভারকে কোথাও এখন যেতে মানা ক'রে দিস্।

[এমন সময় বাহিরে একটা গোলমাল শুনা গেল। ক্ষণ পরেই কার্ত্তিককে ধরিয়া লইয়া রমেন প্রবেশ করিল ও একটা ইজি চেয়ারে তাহাকে শোয়াইয়া দিল; পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণিমালা ও তাহার মা ব্যস্ত-ভাবে প্রবেশ করিলেন]

কমলা। দেখ দেখি তোমার মেয়ের কাণ্ড! ভাল মানুষ ছেলে রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিল, আর তোমার মেয়ে—মহিষমর্দ্দিনী—একেবারে তার গায়ের ওপর গাড়ী তুলে দিলে!

রমেন। ওর বেশী লাগেনি, মাসীমা! তুমি মণিকে অত ব'কো না।

গণেন। কি রে মণি, তুই ছেলেটিকে মোটর চাপা দিয়েছিস্?

রমেন। না মেসোমশাই, চাপা নয়—শুধু ইয়ে—এই গায়ে একটু-খানি ধাক্কা লেগে গেছ্‌ল।

মণি। আমার কোনও দোষ নেই বাবা ; দেখ্‌লাম উনি ফুটপাথে উঠে যাচ্ছেন। আমি খুব আস্তে গাড়ীটা দরজায় লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় উনি হঠাৎ নেমে দাঁড়াতেই, একটা মাড্‌গার্ড একটু ওঁর গায়ে লেগে গেল।

কমলা। একটু লাগা নয় মণি! বাছা আমার "সপাটে" প'ড়ে গেল। কিন্তু এমন ভাল ছেলে গো, যে তখনই উঠে প'ড়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল—বলে "আমারই দোষ—আমার দেখা উচিত ছিল"।

রমেন। মণি, তুমি দৌড়ে "জলপটি" নিয়ে এসে ওর হাত দুটোয় লাগিয়ে দাও। (কমলার প্রতি) সত্যিই মণির কিছু দোষ নেই। ও যেন তোমাদের আস্‌তে দেখে কেমন ইয়ে হ'য়ে গেল। নিজেকে সাম্‌লাতে পার্‌লে না।

গণেন। তবে আর মণির কি দোষ বল? হাঁ ক'রে রাস্তা চ'ল্‌লে, মানুষে তার কি ক'র্‌বে?

[মণি আসিয়া জলপটি লাগাইয়া দিল]

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, ওঁর দোষ একেবারেই নেই। আর, এখন আমি কোন ব্যথাই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। জলপটি দিতেই সব ব্যথা যেন জল হ'য়ে গেল।

গণেন। তোমার কোনও মতলব ছিল না ত' হে বাবু!

কার্ত্তিক। (অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে?

কমলা। তোমার যেমন কথা—তোমার মেয়ে দিলে ধাক্কা, আর ওর থাক্‌ল মতলব।

গণেন। তুমি জান না—মতলব কখনও কখনও থাকে। বল না হে, ছোক্‌রা, কিছু মতলব ছিল? সম্প্রতি মোটা টাকার লাইফ্ ইন্‌সিওর ক'রেচ নাকি?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, না।

গণেন। (রমেনের প্রতি) আমি শুনেছি অনেক ছেলে "লাভে", টাভে প'ড়েও ঐ রকম আত্মহত্যা ক'র্‌তে গিয়েছে।

কার্ত্তিক। (বিরক্তির ভাণ করিয়া) আমি loveএ প'ড়ে? উঃ—

কমলা। (তাড়াতাড়ি) না বাবা, না! ওসব কথার তুমি জবাব দিও না।

রমেন। কার্ত্তিক আমার বন্ধু, মেসোমশাই! ওর শরীরে—বা মনে—কোনও দোষ নেই। স্ত্রীলোককে ভালবাসা দূরে থাক্‌, ওর কেমন তাদের ওপর একটা ইয়ে—অর্থাৎ কেমন একটা—মানে ভাল-বাসা ত সম্ভবই নয়, বরঞ্চ ইয়ে—(মণি একটা জলপটি ভাল করিয়া লাগাইয়া দিতেছিল, পটিটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে কুড়াইতে ভুলিয়া গিয়া রমেনের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল)।

কার্ত্তিক। (বেদনার ভাণ করিয়া) উঃ!

গণেন। আহা—মণি! দেখ্‌তে পাও না? পটিটা প'ড়ে গেছে যে! ভাল ক'রে লাগিয়ে দাও [পাশের ঘরে প্রস্থান]।

[মণিমালা জলপটি পুনরায় লাগাইল]

কার্ত্তিক। আঃ—(মণির প্রতি গদগদভাবে চাহিতে—মণি চোখ ফিরাইয়া মুখ নত করিল)

রমেন। দেখ মাসীমা, আর্থিক অবস্থা এদের খুবই ভাল—আর লেখাপড়াতেও কার্ত্তিক বেশ পণ্ডিত। গেলবারে 'ল' পাশ ক'রেছে। মা বাপের ছোট ছেলে। এবার ত' ওর বিয়ে করা উচিত!—এ্যাঁ? কি বল মাসীমা? এখন বউ নিয়ে এলে সে কত আদরের বউ হবে! ও কিন্তু কিছুতেই—

কমলা। তেমন ভাগ্যিমানি মেয়ে জন্মে থাক্‌লে তবে ত' ওর বিয়ের

মন হবে। রূপে-গুণে এমন ছেলেকে যারা জামাই পাবে তাদের কত বড় অদৃষ্ট! উনি আবার এই ছেলেকে বলেন—"আত্মহত্যা ক'র্‌তে যাচ্ছিল"! কথার ধরণ দেখ না!

রমেন। আমি কিন্তু ওকে ছাড়্‌বো না, মাসীমা! একটি যথার্থ সুন্দরী মেয়ে—এই কিছু লেখাপড়া শিখেছে—ভাল গান-টান গাইতে পারে—এই রকম একটি মেয়ের সন্ধান ক'র্‌চি দাঁড়াও। বিয়ে ক'র্‌বে না ব'ল্লেই বিয়ে ক'র্‌বে না? আর সুবিধেও যে আছে। বড় ছেলে ত' নয়—কেবল বোস্ ছাড়া সব ঘরেই হবে। বেশী খুঁজ্‌তে হবে না।

কমলা। ওর পছন্দ ত' নয়, তুই তোর নিজের পছন্দ মত কথা ব'ল্‌চিস্। লেখা-পড়া, গান-বাজনা ও সব কি ওর—

রমেন। না মাসীমা! ও বিয়ে ক'র্‌তে নারাজ বটে, কিন্তু মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, গান গায়, এমন কি মোটর চালায়, তাও ওর পছন্দ।

[কার্ত্তিক মণিমালার মুখের প্রতি চাহিতেই মণির সহিত চোখো-চোখি হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে উভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল]

কার্ত্তিক। একটু ঠাণ্ডা জল। উঃ!

কমলা। যা না রে, মণি! সরবৎ তৈয়ারী আছে, একটু নিয়ে আয় দেখি। [মণির প্রস্থান]।

রমেন।. আমি ততক্ষণ একটা গাড়ী ডাকি মাসীমা।

কমলা। (একটু দূর হইতে) এখনই যেতে পার্‌বে কি ও ছেলে?

রমেন। খুব পার্‌বে।

কার্ত্তিক। (রমেনের দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া এখানে আর একটু থাকিবার ইচ্ছা জানাইল) উঃ—উঃ—

রমেন। (কার্ত্তিকের নিকটে সরিয়া দাঁড়াইয়া, চাপা গলায়) এই চুপ কর্।

কমলা। ব'ল্‌চি, আর একটু থেকে গেলে হ'তো না?

কার্ত্তিক। (কাতরভাবে) তা'—একটুখানি—না হয়—উঃ—

রমেন। (নিম্নস্বরে) বাড়াবাড়ি করিস্‌নে হতভাগা! কাল তোকে ফের নিয়ে আস্‌বো। (কমলার প্রতি) মাসীমা! আজ ওর—ইয়ে—যে চোট্‌টা লেগেছে, দেরী ক'রে যেতে গেলে, হয়ত তখন আর ওকে নড়ানই যাবে না।

[সরবৎ লইয়া মণির প্রবেশ]

রমেন। এই কার্ত্তিক! আমি চট্‌ ক'রে গাড়ীটা নিয়ে আসি—

[প্রস্থান]।

মণি। (সরবতের গ্লাস কার্ত্তিকের কাছে রাখিয়া)—একটুখানি সরবৎ—

কার্ত্তিক। (গ্লাস ধরিয়া তুলিতে অক্ষম এইরূপ ভাণ করিয়া) একি হ'লো?—হাতটায় জোর পাচ্ছি না কেন? নিজে কি ক'রে খাবো?

[গণেনের প্রবেশ]

গণেন। মণি! বেচারিকে তুমি খাইয়ে দাও না! একটু বিবেচনা নেই তোমাদের?

[মণি কার্ত্তিককে খাওয়াইতে লাগিল। সে পরমসুখে খাইতে লাগিল]

গণেন। (কমলার প্রতি) এই তোমার শিক্ষা আর শাসনে, মণিও সেকেলে হ'য়ে যাচ্ছে। একটা কি অকারণ সঙ্কোচে মানুষের যেটা অবশ্য কর্ত্তব্য—তা' ক'র্‌তেও সাহস পায় না।

কমলা। তোমার মেয়েকে মোটর চালাতেও কি আমি শিখিয়েছি নাকি? একটু সেকেলে হ'লে বরং ওর ভালই হ'তো।

গণেন। (নিম্নস্বরে) হাঁ যেমন ভাল সেদিন নেমন্তন্ন বাড়ীতে তোমার হ'য়েছিল! সে-কেলে হ'য়ে চোখ না চেয়ে চলার চমৎকার শিক্ষা হ'য়েছিল ত'?

[রমেনের প্রবেশ]

রমেন। গাড়ী এসেছে। এবার ওকে নিয়ে যাই মেসোমশাই!

গণেন। আচ্ছা—কিন্তু ছেলেটি কেমন থাকে, কাল জানিও। আর, যদি বেশ ভাল থাকে ত' সঙ্গে ক'রে এখানে বেড়াতে নিয়ে এসো।

কাত্তিক। কাল আমি ভালই থাক্‌বো নিশ্চয়!

রমেন। (নিম্নস্বরে) আঃ! থাম্‌না গাধা।

গণেন। তা' হ'লে রমেন, কাল এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রইল—তোমাদের ছু'জনের।

রমেন ও কাত্তিক। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মদনবাবুর বাটীর কক্ষ।

প্রাণেশ। আচ্ছা মা! বিয়ের দিনটা তোমরা অত দেরী ক'রে ফেল্‌লে কেন বল দেখি?

সুরমা। এর মধ্যে পাঁজিতে যে আর দিন নেই, বাবা! ঐ দিনটা এ মাসের সব প্রথম বিয়ের দিন। তাও আবার লগ্ন সেই রাত্রি ছ'টোর সময়।

প্রাণেশ। Impossible! হ'তেই পারে না। জ্যাখো, কেন যে তোমরা মিছে পাঁজি পাঁজি ক'রে বেড়াও, তা' জানিনে। এই সাহেবেরা ত' পাঁজি পুঁথি দেখে না। ওদের বিয়ে হয় কি ক'রে? As if—তাতেই যেন ওদের সর্ব্বনাশ হ'চ্চে?

সুরমা। ওরে, যাদের যা' নিয়ম, সেটা মেনে চ'ল্‌তে হয়। পুরুষানুক্রমে যে তাই চ'লে আস্‌চে।

প্রাণেশ। যে জিনিষটার কোনও মানে নাই তাই যদি তাঁরা নির্ব্বিবাদে মেনে আস্‌তে পারেন, আমি তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা ক'র্‌তে পারি না।

সুরমা। বলিস্ কি তুই? অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে?

প্রাণেশ। Why not? কেন থাক্‌বে না? একটা যা'-তা' নিয়ম ক'রে দিলেই হ'লো? তোমরা ব'লে পাঠাও যে ঐদিন আমি বিকেলবেলা বিয়ে ক'র্‌বো। Serve them right!

সুরমা। তাই নাকি হয়? এমন কথাও কখন শুনি নি। ব'ল্‌তে পারিস্, তুই ওঁকে গিয়ে ব'ল্‌গে যা'। আমি ত' এখনও পাগল হই নি, যে ঐ সব কথায় থাক্‌বো।

প্রাণেশ। Then please yourself—যা' খুসী তোমরা কর। এর পরে কিন্তু যদি কিছু গোল হয় তখন আমাকে দুষো না। I give you fair warning. [প্রস্থান]।

[অপর দিক দিয়া মদনের প্রবেশ]

সুরমা। কি সাহেব ছেলেই হ'য়েছে তোমার—বলে বিকেলবেলা বিয়ে ক'র্‌বো। (হাসিয়া) আবার বলে "বিয়ের দেরী ক'র্‌চ কেন?"

মদন। সাহেবদের সঙ্গে রাতদিন মেলামেশা ক'রে ও একটু ঐ রকম হ'য়ে গেছে। ও-সব দুদিনে এইবার সেরে যাবে। তা', হ্যাঁগা! আমি একবার ক'নেটি পর্য্যন্ত দেখ্‌তে যাবো না?

সুরমা। তোমার কেবল ঐ এক কথা! তুমি আর এখন দেখ্‌তে গিয়ে কি ক'র্‌বে? ছেলের যখন এমন পছন্দ হ'য়েচে যে আজই তাকে ঘরে আন্‌তে চায়—তখন তোমার দেখ্‌তে গিয়ে কি লাভ? মেয়ে, কিংবা তার বাপ মা, কি তাদের আর কোনও কিছু—যদি তোমার

মনোমত নাই হয়, তবু তোমার ছেলের সুখের জন্যে এখন আর কোন আপত্তি করা চ'ল্‌বে না।

মদন। তা বটে! তবু তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে এমন বৌ আনা চাই ত'!

সুরমা। ও গো, কে আস্‌ছে!

মদন। তাই ত'! তুমি একটু সরে যাও।

[সুরমার প্রস্থান]।

মদন। এই যে নলিনবাবু! কি মনে ক'রে? আসুন, আসুন।

নলিন। এলাম আপনার কাছে দুটো কাজে। আপনার "লাইফ্‌" ত' আমি ইন্‌সিওর করিয়েছিলাম—এইবার ছেলেকেও একটু ব'লে দিন।

মদন। হ্যাঁ ও ক'র্‌বে। তবে সম্প্রতি ওর বিয়ের স্থির হ'য়েছে। সেইটে চুকে গেলে আমি ওকে ব'লে দেবো।

নলিন। বিয়ের ঠিক্‌ হ'য়ে গেছে? এঁ্যা—বলেন কি? আমিও যে একটা ঘটকালি ক'র্‌তে এসেছিলাম। তা' কোথায় স্থির হ'লো?

মদন। উকিল গণেন ঘোষের মেয়ের সঙ্গে।

নলিন। মদন মিত্তিরের লেনে? এই সোমবার বিয়ের দিন ঠিক্‌ ছিল?

মদন। ছিল কেন? আছে।

নলিন। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে—আমার এই কার্য্যসূত্রে গিয়ে, যে রকম কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌লাম তাতে তাঁদের মতটা যেন বদ্‌লে গেছে ব'লে মনে হ'লো। দেখুন, আমি যে মেয়েটির কথা ব'ল্‌ছি—সেটি সকল রকমে ভাল। তারও এক জায়গায় বিয়ের স্থির ছিল—এই সোমবার।

মদন। তার পর?

নলিন। তার পর পাত্র সম্বন্ধে কতকগুলো খবর পেয়ে সে বিয়ে

তাঁরা দেবেন না। আমি যদি ঐ দিনে কোনও ভাল পাত্রের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিতে পারি—তাহ'লে কন্যাকর্ত্তা একটা মোটা টাকা ইন্‌সিওর ক'র্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েচেন।

মদন। কিন্তু এখানে একটা হেস্তনেস্ত না হ'লে ত'—

নলিন। তাদের যে আবার ঐ দিনে বিয়ে নইলেই নয়। উদ্যোগ আয়োজন হ'য়ে গেছে কি না। (একটু চিন্তার ভাণ করিয়া)—তা' হেস্তনেস্ত আমরা নিজেরাই ত' ক'রে নিতে পারি।

মদন। কেমন ক'রে?

নলিন। আপনি গণেনবাবুর মেয়েকে দেখেছেন ত'?

মদন। না।

নলিন। তাঁদের বাড়ীতেও যান নি?

মদন। না।

নলিন। ও! (একটু চিন্তা করিয়া) তাহ'লে একবার নিজে মেয়ে দেখ্‌বার অছিলায় যান না। তাহ'লেই হাওয়াটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। তার পর না হয় আমি আপনাকে কাঁসারিপাড়ার সে মেয়ে দেখিয়ে আন্‌বো। এর বাপ মস্ত জমিদার ছিলেন। মেয়ের নিজ নামে অগাধ বিষয় রেখে গেছেন।

মদন। বটে? তবে তাই যাওয়া যাবে।

নলিন। হ্যাঁ, কালই যাবেন। নইলে অতবড় সম্বন্ধটাও হয় ত' হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। লোক সন্ধান পেলে কি আর ছাড়্‌বে মশাই!

মদন। আচ্ছা, কালই আফিসের ফেরত—চারটের সময়—ওদের ওখানটা হ'য়ে আস্‌বো।

নলিন। যে আজ্ঞে। আমি তাহ'লে আবার এসে খবর নেবো। আজ চলি। নমস্কার!

মদন। আচ্ছা, নমস্কার! [নলিনের প্রস্থান]।

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রীমাস্‌-ক্লাব-সংলগ্ন লন্‌ (lawn)।

[ক্লাবের ভোজ শেষ করিয়া জনকয়েক মেম্বর আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত। গল্প, সিগারেট প্রভৃতি চলিতেছে।]

কার্ত্তিক। নাঃ—আজ এখানকার খাওয়াটা বড় জোর হ'য়ে গেল।

সরোজ। খেতে যাবার আগে রমেন যে রকম সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে, সে আগুন পেটের ভিতর ছড়িয়ে গিয়ে একেবারে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বেই ত'। কিন্তু ভাই তোমার প্রেমের লক্ষণগুলো বিলক্ষণ গোলমেলে।

কার্ত্তিক। কেন বল্‌ দেখি ?

সরোজ। যে প্রেমিক প্রতীক্ষায় ব'সে আছে তার ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম, কিছুই থাকে না। কিন্তু তোর যেন সব উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লেছে।

কার্ত্তিক। (কীর্ত্তন সুরে) ওরে !

পাব না বলিয়া তাহারে স্মরিয়া
মরি যে রে আপশোষে।
হতাশ হইয়া পেট্‌টা ঠুসিয়া
খেয়েছি বেজায় ক'ষে॥

রমেন। [গুড়গুড়ি হস্তে প্রবেশ]

আমি নলটি ধরিয়া—নয়ন মুদিয়া,
তামাক খাইব ব'সে

সরোজ। নলটা একবার দেনা রমেন! দুটো টান দিয়েই দিচ্ছি—অনেকক্ষণ খাইনি।

রমেন। বঁধুয়া! বড় সুখের কথাটি ওরে!
দিব পরিপাটী দইয়ের মাথাটি
দুধের সরটি তোরে॥

কার্ত্তিক। আচ্ছা, আমি প্রস্তাব ক'র্‌চি যে তোমাদের মধ্যে চট ক'রে যে একটা তামাকের গান গাইতে পার্‌বে সেই আগে টান্‌বে।

রমেন। Right you are! তবে শোন্, আমাকে যে তামাক ধরিয়েছিল তার নিজের বাঁধা গান।

(গীত)

গুড়গুড়ি তোর নলটি মুখে নিয়ে আমি কত আরাম পাই।
সকালে—একলা ব'সে, কি মজাসে, ভুড়ুক ভুড়ুক গুড়ুক তামাক খাই।
বালাখানার মিঠে কড়া—তাওয়া দেওয়া কোল্‌কে ভরা,
তাকিয়ায় ঠেস লাগিয়ে, নলটি নিয়ে কেবল তুলি হাই॥
দুপুরে—একটু শু'লে, নলটি আমার ঘুমে ঢুলে,
আলসে পড়ে খ'সে, ভালবেসে যাচে বুকে ঠাঁই॥
রাতে—যখন তামাক টানি, গিন্নি পানের ডিবে আনি,
সোহাগে ব'স্‌লে কাছে, ভাবি পাছে বলে "গয়না চাই"।

সকলে। ফার্ষ্ট ক্লাস! রমেনেরই জয়।

কার্ত্তিক। (গুড়্‌গুড়ির নলটি রমেনের হাতে দিয়া) এটি তোমারই নিশ্চয়!

সরোজ। (নলিনের প্রতি) তা' হ'লে মদনবাবুকে ক'নে দেখার প্রস্তাবে রাজি ক'রে এসেছ তুমি। বাহাদুর ছেলে যা' হোক্!

নলিন। হ্যাঁ, সব ঠিক্ ক'রে এসেছি মদনবাবুর সঙ্গে। কাল বৈকালে চার্‌টে নাগাদ তিনি স্বয়ং গণেনবাবুর বাড়ী আস্‌ছেন।

রোহিণী। বেশ! আমরা তার একটু আগে গণেনবাবুর ওখানে গিয়ে, তাঁর কানে এমন মন্ত্র দেবো যে তাঁকে একবারে ভুব্‌ড়িটি তৈয়ারী

ক'রে রাখ্‌বো। একটু ফুল্‌কি মদনবাবুর মুখ থেকে প'ড়্‌লে—আর দেখ্‌তে হবে না।

রমেন। আর কার্ত্তিক! তুমিও আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির থাক্‌বে। বুঝেছ?

কার্ত্তিক। বুঝি, আর না বুঝি—তোমার সঙ্গে যাবও ঠিক্, আর হাজিরও থাক্‌বো নিশ্চয়।

রমেন। আজ আর তোর গায়ে ব্যথাটাথা কিছু নেই ত'?

কার্ত্তিক। আরে রামঃ! ঐ ধাক্কাটুকুতে ব্যথা হবে? খেপেছ তুমি?

রমেন। আচ্ছা, তুই রাস্তা পার হ'য়ে বেশ ত' ফুটপাথ অবধি উঠে এলি। আবার পেছিয়ে রাস্তায় নেমে গেলি কেন বল্ দেখি?

কার্ত্তিক। ঐখানটাতেই ত' হ'লো কবিত্ব।

রমেন। কবিত্ব? মোটরের ধাক্কার মধ্যে কবিত্ব কোথায় তা' ত' বুঝিনে।

কার্ত্তিক। (ভাবাবিষ্টের ভঙ্গিতে) ফুটপাথে সবে উঠেছি—এমন সময় মোটরের Horn শুনে যেমন বাঁ দিকে চেয়েছি অমনি দেখি আমারই সেই মানস-প্রতিমা আমার দিকে চেয়ে, চম্পক-কোরকের মত আঙ্গুলগুলি দিয়ে, Hornএর Bulbটাকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত ক'র্‌চেন! চূর্ণ কুন্তল নানারূপ লীলাভঙ্গে তাঁর মুখের উপর বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আমাকে যেন ক্ষিপ্ত ক'রে দিলে (দ্রুত বলিয়া চলিল)—অন্তরের ভেতর দোলা দিয়ে কে যেন আমাকে ব'ল্লে—"কার্ত্তিক! এমন সুযোগ আর পাবি নে, এখন আর অগ্রপশ্চাৎ ভাব্‌বার সময় নেই, অগ্র ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদ্দিকে রাস্তায় নেমে পড়্—তারপর তোর অদৃষ্ট।"

নলিন। আরে কেয়াবাৎ! একি কাণ্ড হ'লো রে? ক্যাব্‌লা কার্ত্তিক একেবারে প্রকাণ্ড কবি হ'য়ে উঠ্‌লো যে রে!

কার্ত্তিক। যখন মণিমালার মোটরের মাড্‌গার্ড আমায় ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী ক'র্‌লে, আমি সেই অবস্থায়—শুয়ে শুয়ে—আমার সর্ব্বস্ব তার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ কর্‌বার সুযোগ পেয়ে ধন্য হ'লাম।

রমেন। ধন্য ত হলি, কিন্তু অন্য কথাটা তুই কি মোটেই ভাব্‌লি নে? মোটর গাড়ীর একটা জঘন্য চরিত্র হ'চ্ছে এই—যে মানুষের দেহ চূর্ণ ক'রে হাড়শূন্য ক'র্‌তে সে সকল যানের অগ্রগণ্য।

কার্ত্তিক। ওরে বুদ্ধিশূন্য! সাধারণ নিয়ম মান্য ক'র্‌তে গেলে সব সময় চলে না। চালকের নৈপুণ্য হিসাবে ও সব গাড়ীর ব্যবহার হয় বিভিন্ন। আমার অন্তরে একটা অসামান্য ভাবের বন্যা আসার জন্য, অন্য কথা আর তখন মনেই হ'লো না।

রমেন। নেহাৎ ধাক্কা খেয়ে অক্কা পাওয়া তোর কপালে লেখা ছিল না তাই রক্ষা পেয়ে গেলি। তবে হ্যাঁ—ক'রেছিস্‌ ভাল—no risk, no gain! এখন চল্‌।

চতুর্থ দৃশ্য

গণেনবাবুর সজ্জিত কক্ষ।

[মণিমালা জিনিষ-পত্র গুছাইতেছে ও গান গাহিতেছে]

(গীত)

ওই সখি রে! যমুনাতীরে
বাঁশীর স্বরে মাতায়ে তোলে।
পরাণ যে রে কেমন করে
কাঁদন-ভরা গানের বোলে।

কাঁপন লাগে বুকের মাঝে
বাঁকন পাছে চলিতে বাজে,
রণিলে নূপুর মরিব লাজে,
তাই সে আছে বাঁধা আঁচলে॥

ফিরিছে কাণু, লইয়া ধেনু,
ডাকিছে মোরে আকুল বেণু,
ব্যাকুল মনে ছুটিয়া এনু,
গোপন পথে সন্ধ্যা হ'লে—
চরণ রেণু কুড়ায়ে নেবো
বিরহ জ্বালা জুড়াবে ব'লে॥

[গণেনবাবু ও সরোজকে আসিতে দেখিয়া মণিমালার প্রস্থান]।

[গণেনবাবু ও সরোজের প্রবেশ]

সরোজ। (পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে) না মোশয়! অ্যাড্ডা বিহিত আপনার ক'র্তে অইব। অইলেনই বা তিনি বরলোকের ছাইলা—যার ছাইলা তারই থাকেন জানি!

গণেন। (অন্যমনস্ক ভাবে) আপনার মামলাটা আমি কিছুই বুঝ্তে পার্লাম না!

সরোজ। হঃ! বোঝ্তে পার্লেন না—না হি? আমি বুঝ্ছি মোশয় বুঝ্ছি; আপনারে ইন্সাল্টো করার ফিঁডা আপনার হাতের মধ্যে না প'ড়্লে কিছু কাজ অইব না। এই লয়েন। (পকেট হইতে ফি'র দরুণ টাকা বাহির করিয়া টেবিলে রাখিলেন)

গণেন। না—না, তা নয়। (টাকা লইলেন) আপনি বলুন না—আর একটু আস্তে আস্তে ব'ল্বেন।

(উভয়ের উপবেশন)

সরোজ। উঁ! আচ্ছা আমি—আস্তেই কইছি।

গণেন। বলুন—একটু সঙ্ক্ষেপে; খালি কাজের কথাটুকু।

সরোজ। হঃ, কাজের কথা কইবার লাইগা আস্‌ছি—কাজ সাইরাই চইলা যাইমু। ঐ যে গণেন মিত্রের লেনে মদনবাবু কেডা আছে না—তার ছাইলা—(মুখ বিকৃত করিয়া) ওর নামডা যেন কেমন!

গণেন। আরে মশাই আপনাকে পেরে ওঠা যাবে না। ব্যাপারটা কি বলুন।—

সরোজ। শোনেন—ওডা খুব ওড়্‌তে লাগ্‌ছে—ওড়া বোঝেন না হি?

গণেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনি ব'লে যান।

সরোজ। এই ডানাকাটাদের সাথে লইয়া ওড়্‌ছে আর কি! তাই কয়খানা গহনা আমার কাছে বন্দক রাখ্‌চে। অখন দেহি সে গুলান—(কতকগুলি কেমিক্যালের গহনা বাহির করিল)

গণেন। কে? মদনবাবুর ছেলে "প্রাণেশ"?

সরোজ। হ, মোশয়! আপনি চমক মাইরা ওঠেন ক্যান্? সে আপনার কোন কুটুম্ব না হি?

গণেন। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ—

সরোজ। হঃ! তা' বুঝ্‌ছি। তবে আর আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনারে দিয়া আমার কোন কামই অইব না। নমস্কার। [প্রস্থান]।

গণেন। ওগো—শুন্‌চো? [কমলার প্রবেশ] তুমি শুনেছ—লোকটা যে সব কথা ব'লে গেল?

কমলা। তাই ত'! এ সব কথা কে জান্‌বে বল?

গণেন। আমি মনে ক'র্‌তে পার্‌তাম যে কেউ ভাঙ্‌চি দিতে এসেছে; কিন্তু লোকটা কথা কইতে সুরু ক'রেই—ফিয়ের দরুণ

অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে। টাকা খরচ ক'রে, মেয়ের বাপের কাছে কেউ ভাঙ্‌চি দিতে আসে—এ কথা কখনও শুনি নি।

কমলা। সত্যি এখন যে আমার বড় ভয় ক'র্‌চে গো! সে ছেলেকে দেখেই আমার "কেমন কেমন" মনে হ'য়েছিল; কেবল "অরুদি"র কথায় আমি অমত করি নি। আরও কত কি শুনতে পাব তা কে জানে?

গণেন। এখন মনে হ'চ্চে এ সম্বন্ধ না এলেই ভাল হ'ত।

কমলা। হ্যাঁ, নইলে এই কার্ত্তিক—সত্যিই কার্ত্তিক! দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়—আমি ওকেই জামাই ক'র্‌তাম।

গণেন। তা' আমাদের একটা মেয়ে—ওর পক্ষে যা' ভাল হবে—তা' আমরা এখনো ক'র্‌বো। এ আবার কে আসে?

[কমলার প্রস্থান]

[মাতালের ভঙ্গীতে রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী। আপনার নাম গণেনবাবু?

গণেন। (বিরক্তভাবে) হ্যাঁ—আপনি কে?

রোহিণী। আমার নাম অখিল—আপনি ত' উকিল?

গণেন। আপনার কি চাই?

রোহিণী। আমি প্রাণেশের—প্রাণের বন্ধু—আমরা দু'জনে booze—bosom friend.

গণেন। তা' বেশ, এখানে কি দরকার?

রোহিণী। আমার আর কোনও প্রকার দরকার নেই, কেবল বন্ধুর জন্যে—booze—bosom friendএর জন্যে।

গণেন। (রাগতভাবে) তা' আমার কাছে কি?

রোহিণী। আপনার কাছে যে এইমাত্র এসেছিল, সে আপনার

হবু জামাইকে কাবু ক'র্‌বে ব'লে ঘুরে বেড়াচ্চে। ওর মকর্দ্দমা আপনি নর্দ্দমায় ফেলে দেবেন। আপনি নেবেন না ওর মকর্দ্দমা।

গণেন। আচ্ছা, তার জন্যে মশাইয়ের আসার আবশ্যক ছিল না।

রোহিণী। না—না, তবু—আপনি হবু শ্বশুর—আমার প্রাণের বন্ধুর শ্বশুর (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আপনি আমার গুরুজন। আপনাকে —(পা জড়াইয়া ধরিল)

গণেন। এই—এই—তুমি বাইরে যাও দেখি।

রোহিণী। সে লোকটা আমার বন্ধুর এখন শত্রু। সামান্য টাকার জন্যে সে—(কাঁদিতে লাগিল)

গণেন। (একগাছা লাঠি দেখাইয়া) বেরোও ব'ল্‌ছি। এটা দেখেছ ?

রোহিণী। (উঠিতে উঠিতে) ওটা বুঝি আপনার অতিথ-মারা লাঠি ? না বাবা—যাচ্চি—(যাইতে যাইতে) হবু জামাইয়ের bosom friend—তবু অতিথ-মারা লাঠি—ওরে বাবা! সব মাটি!

[রোহিণীর প্রস্থান]।

গণেন। (বসিয়া পড়িয়া) উঃ বাবা! এ কতদূরে গিয়ে প'ড়েছি ? (হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিলেন)

[মদনের প্রবেশ]

মদন। কৈ মশাই ? গণেনবাবু বাড়ী আছেন নাকি ? তাঁকে একটু খবর দিতে হবে যে—গণেন মিত্র লেনের মদনবাবু এসেছেন।

গণেন। (মুখ তুলিয়া দেখিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

মদন। একি! আপনি—তুমি ? (অবজ্ঞার ভঙ্গীতে) তুমি এখানে কি ক'র্‌তে এসেছ ?

গণেন। আজ্ঞে এটা আমার বাড়ী কি না। (অতি সম্মানের ভাণ করিয়া) এই অধীনের নাম গণেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মদন। বটে? তুমিই গণেন? একেবারে যে বিনয়ের খনি সেজে ব'সে আছ? ল্যাজে পা প'ড়েছে ব'লে বুঝি?

গণেন। আমার বাড়ী ব'য়ে অপমান ক'র্‌তে এসেছেন না কি?

মদন। আঃ! আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম! কি দুর্ভাগ্য!

গণেন। অতটা দুর্ভাগ্য—আমার মেয়ের অন্ততঃ—আর হ'চ্ছে না নিশ্চয়! তোমার ছেলেটি যে একেবারে মহীরাবণের বেটা অহীরাবণ, তা' কে জান্‌তো?

মদন। আমার ছেলে—এই তোমার মত জাম্বুবানের বাড়ীতে, তার জুতোর ধূলো—বুঝ্‌লে, জুতোর ধূলো ঝাড়্‌তেও এসে দাঁড়াবে না।

গণেন। দ্যাখো, এতক্ষণ যে আমার জুতোটাও ঝাড়ি নি, তাই সে ছেলের বাপ্‌ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইচে—এই রকম ক'রে।

মদন। কি রাস্কেল?

[উভয়ের হাতাহাতি সুরু হইল, এমন সময় রমেন ও কার্ত্তিক প্রবেশ করিল। রমেন ইঙ্গিতে মদনের সহিত কার্ত্তিককে লড়িতে বলিয়া অপর কক্ষে লুকাইল—কার্ত্তিক হুঙ্কার দিয়া মদনের ঘাড়ে পড়িয়া গণেনকে ছাড়াইয়া লইল ও মদনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং গণেনবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

গণেন। উঃ! আর একটু হ'লে ঐ পাষণ্ডের হাতে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! বাঁচিয়েচ বাবা! আর কি ব'ল্‌বো? উঃ!

[ভিতর দিকে প্রস্থান]।

[কার্ত্তিক চেয়ারে বসিল]

[রমেন, কমলা ও মণিমালার প্রবেশ]

রমেন। ভাগিয়ে দিয়েছ ত' ? আমাদের কার্ত্তিকের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন মানুষ এখনও জন্মায় নি !

(কমলাকে ও মণিকে কার্ত্তিকের হাতখানি দেখাইয়া)

—এমনি হাত যেন মাখনের মত নরম। কিন্তু ঘুষি বর্ষণ কর্‌বার সময়ে যেন একেবারে বজ্রমুষ্টি। (কার্ত্তিক হাসিতে লাগিল)।

কমলা। আহা, ছেলে আমাদের জন্যে কত কষ্টই পেলে। কাল মণি দিলে অত বড় ধাক্কা। আজ আবার ঐ দস্যির সঙ্গে যুদ্ধ। বাছার এখনও গায়ের ব্যথা সারে নি।

রমেন। না-না, কিছুদিন আগেই ওর একটা ইয়ে—এই ব্যথা লেগেছিল। সেইটেই কাল একটু যেন ফের বেড়ে গিয়েছিল। আজ আবার নরম প'ড়েছে।

কমলা। উনি একটা ভাল ব্যথার মালিশ জানেন, তাই লাগিয়ে দিতে ব'ল্‌বো ? ওঁর হাতে অনেক লোকের সেরেচে।

মণি। (রমেনের প্রতি মৃদুস্বরে) ডেকে আন্‌বো বাবাকে ?

রমেন। না, না, তাঁকে ডাক্‌বার দরকার নেই। তুমি একটা কাজ কর দেখি।

মণি। কি ?

রমেন। একটু চা নিয়ে এস। ততক্ষণ মাসীমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

মণি। চা তৈয়ারী আছে—এখনই আন্‌চি।

[মণির প্রস্থান]।

(কমলা ও রমেন একটু দূরে দাঁড়াইলেন)

রমেন। মাসীমা ! মণির ও সম্বন্ধ ত' ভেঙ্গে গেল দেখ্‌চি। অথচ এই সোমবারে বিয়ের সব আয়োজন তোমাদের ঠিক্। এখন তোমাদের

যদি কার্ত্তিককে পছন্দ হয় ত' বল। আমি বোধ হয় সব স্থির ক'রে দিতে পারি।

[মণিমালা চায়ের ট্রে লইয়া আসিল ও কার্ত্তিকের কাছে টেবিলে রাখিল। কার্ত্তিক কিন্তু সোজা হইয়া বসিয়া কমলার উত্তর শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।]

মণি। (কার্ত্তিকের প্রতি) চা খান। এইটেতে কিছু pastry আর নোন্‌তা খাবার আছে। আমি আর একটু মিষ্টি আনি।

[মণির প্রস্থান]।

(কার্ত্তিক একাগ্রমনে রমেন ও কমলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছে, আর যন্ত্রচালিতের ন্যায় চা ও জলখাবার খাইতেছে।)

কমলা। (রমেনের প্রতি) তুমি পার্‌বে ও ছেলেকে রাজী ক'র্‌তে?

রমেন। সেদিন মোটরের ধাক্কাতে ওর উপকার হ'য়েছে মাসীমা! বুদ্ধির মালমশলা ওর মাথায় একটু বোধ হয় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো ছিল—নাড়াচাড়া পেয়ে সব ঠিক্ জায়গায় এসে জড়ো হ'য়েছে। মণিমালাকে বিয়ে ক'র্‌তে চায় কি না—কাল আমি ওকে একথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। এক কথায় ও ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্লে—"হ্যাঁ"।

(কার্ত্তিক চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়া নিম্নস্বরে বলিল "আঃ")

কমলা। একটু আগে ওঁয়াকে এই কথাই আমি ব'ল্‌ছিলাম। উনি কার্ত্তিকের উপর খুব সন্তুষ্ট।

কার্ত্তিক। (প্রসন্নমুখে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া) আ—

কমলা। কার্ত্তিকের বাপ মা রাজী হ'লে আমরা ওর সঙ্গেই মণির বিয়ে দেব।

কার্ত্তিক। (চায়ের বাটিতে আবার চুমুক দিয়া) আ—

রমেন। আমি তোমাদের সুমুখেই ওর মুখের কথা নিচ্চি, দাঁড়াও মাসীমা। (কার্ত্তিকের কাছে আসিয়া) তুই বিয়ে ক'র্‌তে রাজী আছিস্ ত'?

(জলখাবার ও চা খাইতে লাগিল)

কার্ত্তিক। কাকে?

রমেন। এই ধর—মণিমালাকে।

কার্ত্তিক। (মৃদুস্বরে) আবার ধ'র্‌বো কেন? ঠিক্ ঠিক্ বল না।

রমেন। আচ্ছা মণিকে বিয়ে ক'র্‌বি ত'?

কার্ত্তিক। (জোর গলায় অথচ লজ্জিতভাবে) বাবাকে বল গে'।

রমেন। তা' ত' ব'ল্‌বোই। তিনি আমাকে ব'লেই রেখেচেন যে কার্ত্তিক যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে—আর সে যদি ভাল ঘরের মেয়ে হয়—তাহ'লে তাঁর কোনও আপত্তি থাক্‌বে না। তুই ভাল ক'রে বল্, ঠিক্ রাজী কি না?

[খাবারের প্লেট হাতে মণির প্রবেশ]

কার্ত্তিক। বা রে! আবার কি ক'রে ব'ল্‌বো? তুই ভারি বোকা! (হাসিল)

রমেন। (হঠাৎ কার্ত্তিককে টানিয়া তুলিয়া) বেশ! এখন তবে এস খোকা! (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)—আমি আর দেরী ক'র্‌বো না মাসীমা! এখনই কার্ত্তিকের বাড়ী যেতে হবে।

কমলা। (রমেনের প্রতি) আহা দাঁড়াও—জলখাবারটুকু খেতে দাও।

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, আমার যথেষ্ট হ'য়েচে। (মণির দিকে চাহিয়া) চা, জল খাবার—সব চমৎকার!

[কার্ত্তিককে টানিয়া লইয়া রমেনের প্রস্থান]।

(কমলা ও মণিমালা তাহাদের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মদনের বাটীর কক্ষ।

[সুরমা অপ্রসন্ন মুখে আগে আগে যাইতেছেন। প্রাণেশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে ; তাহার পোষাকে আজ বিশেষ পারিপাট্য। হাতে রূপা-বাঁধানো মোটা ছড়ি একগাছি।]

প্রাণেশ। ছ্যাখো মা! সব কথায় তুমি অমন রাগ ক'রো না ব'ল্‌চি।

সুরমা। রাগ ক'র্‌বো না? বলিস্ কি? ভদ্রলোককে কথা দেওয়া হ'য়ে গেছে—আজ বাদে কাল বিয়ে—এখন তাকে কোন্ মুখে ব'ল্‌তে যাব—যে তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে আমার ছেলে আর রাজী নয়।

প্রাণেশ। তা' তোমরা এত দেরী ক'র্‌লে কেন? আমি ত' তখনই তোমাদের ব'লেছিলাম। তা' নয়, তোমরা দিন দেখ্‌তে ব'সে গেলে।

সুরমা। তা' ত' ব'লেছিলি—আর এই ক'দিনে অম্‌নি মন বদ্‌লে গেল?

প্রাণেশ। যাবে না? বাড়ীর বাইরের পৃথিবীটা যে কি রকম জোর চ'ল্‌চে তা' ত' জান না! তাই বুঝ্‌তে পার না সব। মিনিটে মিনিটে মানুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্চে।

সুরমা। তোর মাথা মুণ্ডু! যত অনাছিষ্টি!

প্রাণেশ। শুধু তিনটে দিন তুমি সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জের "লেকের" দিকটা কিংবা পার্কের ভিতরটা ঘুরে এস দেখি—কিংবা এই সব

বায়োস্কোপ থিয়েটারের কাছাকাছি রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়িয়ে এস দেখি—তা' হ'লে বুঝ্‌বে ব্যাপারটা কি।

সুরমা। তোর কি হ'য়েছে বল্ দেখি?

প্রাণেশ। আমার আর একজনের সঙ্গে ভাব হ'য়েছে। সে কি রকম জান মা? এই কতকটা মার্লিন্ ডেট্রিস্, কতকটা মে ওয়েষ্ট, কতকটা এলিসা ল্যাণ্ডি, কতকটা গ্রেটা গার্ব্বো। তার ওপর কি রকম নাচে! ওঃ মিস্ সিম্‌কিকেও হার মানিয়ে দেয়।—(সুরমা একদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছেন)—তার গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুম আসে; তার এসেন্সের গন্ধে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে হয়, —বুঝেছ? ট্রামে, "বাসে" যারা রোজ চড়ে তারা সকলেই জানে —সে যে কি বস্তু! অন্ততঃ এক ডজন লোককে সে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

সুরমা। সেই মেয়েকে তুই বিয়ে ক'র্‌বি?

প্রাণেশ। নিশ্চয়! কত লোক, শুধু আমায় হিংসে ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্রেফ্ আত্মহত্যা ক'র্‌বে। এ একটা conquest.

সুরমা। তুই পাগল হ'য়েচিস্, না একেবারে গোল্লায় গিয়েচিস্— আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।

প্রাণেশ। সে যাই বল, আমি তোমার ও "মণিমালা ফণীমালাকে" তা' ব'লে বিয়ে ক'র্‌চি নে। উঃ—কি সুন্দর নাম বল দেখি! "তুফান— তুফান"! আমি আজ সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আস্‌বো তুফানকে আমাদের বাড়ীতে। তখন ব'ল্‌বে "হ্যাঁ, ছেলের পছন্দ আছে।"

সুরমা। খবরদার ব'ল্‌চি, আনিস্ নে এ বাড়ীতে। উনি একথা শুন্‌লে তোকে আর আস্ত রাখ্‌বেন না। এখন আমরা বলি কি এদের, আমি শুধু তাই ভাব্‌চি। কথা দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া—একি সোজা অপমান!

[পিছনে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া মহাদেব চাকরের প্রবেশ]

মহাদেব। মা-জী! বাবু বাহারসে আয়া—য্যায়সে পাগ্‌লাকা মাফিক হোকে! আউর হাম্‌সে লাঠি মাঙ্‌তা—বোল্‌তা "খুন করেঙ্গে"।

প্রাণেশ। (ভয়ে) বাবা তাহ'লে শুনেচেন না কি এরই মধ্যে?

মহাদেব। ওহি বাবু আ গিয়া— [প্রস্থান]।

[অপর দিকে মদনের প্রবেশ]

মদন। ওরে ব্যাটা মহাদেব! আমার লাঠিগাছটা কোথা?

(লাঠি খুঁজিতে লাগিলেন)

সুরমা। (মদনের সম্মুখে আসিয়া) এখন লাঠি কি হবে? (মদনের অবস্থা দেখিয়া) ওমা! এ আবার কি? জামা কাপড় ছেঁড়া, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, মুখে কাল্‌শিরের দাগ—কি হ'য়েছে তোমার?

মদন। আমি খুন ক'র্‌বো—একধার থেকে মেরে লাট্‌ ক'রে দেব।

(প্রাণেশ ত্রস্ত হইয়া ঘরের এককোণে আশ্রয় লইল)

সুরমা। কাকে গো?

মদন। (শূন্যে হাত ছুড়িয়া আপন মনে ও উচ্চৈঃস্বরে) আগে ঐ ব্যাটাকে, তার পর যাকে সাম্‌নে পাব।

সুরমা। বটে? আমাকেও খুন ক'র্‌বে না কি?

মদন। তোমাকে কেন খুন ক'র্‌তে যাব? এই তোমার আদুরে ছেলে—যেখানে বিয়ে ক'র্‌বেন ব'লে অজ্ঞান হ'য়েচেন—উঃ! কি অপমান ক'র্‌লে! আমি লাঠি-পেটা ক'র্‌বো ব্যাটাকে। (ছুটিয়া প্রাণেশের হাত হইতে মোটা ছড়িটা কাড়িয়া লইলেন)

প্রাণেশ। (ভয়ে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া) না বাবা!

আর কাউকে আমি বিয়ে ক'র্‌বো না—ঐ গণেনবাবুর মেয়েকেই আমি বিয়ে ক'র্‌বো।

মদন। বটে, গণেনবাবুর মেয়েকে! (লাঠির খোঁচা দিয়া) তবে ওঠ্—বেরো আমার বাড়ী থেকে!

(প্রাণেশ আস্তে আস্তে উঠিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল)

সুরমা। তবু—বেরুবে তোমার বাড়ী থেকে? কেন, ও ত' ব'ল্‌চে যে গণেনবাবুর মেয়েকেই বিয়ে ক'র্‌বে।

মদন। (ব্যঙ্গ সহকারে) হ্যাঁ, ক'র্‌বে বৈ কি! তা' আমাকে তা'রা যত অপমানই করুক্! কেমন? দু'জনে এক জোট্ হ'য়ে সব পাকাপাকি করা হ'য়েচে। নিশ্চয় সব কথা জেনেশুনেই হ'য়েচে।

সুরমা। কি ব'ল্‌চো তুমি?

মদন। এই জন্যে আমাকে বলা হ'য়েছিল "তোমার আগে যাবার দরকার নেই—যেদিন বিয়ে সেইদিন সকালবেলা আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে ওদের বাড়ী গেলেই চ'ল্‌বে"। অর্থাৎ তখন আর বিয়ে ভাঙ্গা কিছুতেই চ'ল্‌বে না। এই ত?

সুরমা। তুমি কি তাদের ওখানে গিয়েছিলে না কি?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ—গিয়েছিলাম। (চোয়ালের ঘুষির দাগের উপর হাত দিয়া সকাতরে) উঃ! আমি এর শোধ যেমন ক'রে পারি নেব। (প্রাণেশের গায়ে আবার লাঠির খোঁচা দিয়া) যদি ওখানে বিয়ে ক'র্‌তে চাস্ ত' বেরো আমার বাড়ী থেকে।

প্রাণেশ। আমি ওখানে বিয়ে ক'র্‌বো না—এই আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি।

মদন। (খুসি হইয়া) বেশ! এই ত ছেলে! আচ্ছা, যা' তুই দেখে শুনে একটি মেয়ে পছন্দ ক'রে আয়। এবার তুই যে মেয়ে পছন্দ

ক'র্‌বি, আমি তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেব—আর এই দিনেই দেব—এ আমার প্রতিজ্ঞা। ঐ জাম্বুবানটাকে তার পর আমি উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেব।

সুরমা। তুমি তার বাড়ী গেলে, আর সে এম্‌নি ক'রে তোমায় মার্‌লে ?

মদন। তার সাধ্য কি যে আমাকে মারে। ওকে দেখেই আমার রাগ চ'ড়ে গেল। ধ'রেছিলাম—তার টুঁটি টিপে। কোথা থেকে একটা ছোঁড়া এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলে। এ বেটা যেন Machine gunএর মত ঘুষি ছাড়ে। উঃ! (পুনরায় চোয়ালটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল)।

প্রাণেশ। তাকে একবার আমায় চিনিয়ে দিও ত' বাবা! আমি দেখে নেব সে কেমন Boxer.

মদন। থাম্‌, বেটা অষ্টাবক্র! তোকে কে দ্যাখে তার ঠিক নেই! তুই যা সহজে পার্‌বি তাই কর্‌—চট্‌ ক'রে একটা মেয়ে পছন্দ ক'রে আয়। এই দিনে তোর বিয়ে দিতে না পার্‌লে, এখন আর আমার মান থাক্‌বে না। [মুখের উপর হাত চাপা দিয়া প্রস্থান]।

প্রাণেশ। (লম্ফ দিয়া) মা! দ্যাখো—কি জোর বরাত তোমার ছেলের। নইলে এত সহজে (ভাবের সহিত) ওঃ! যে একাধারে মার্লিন্‌ ডেট্রিস্‌, এলিসা ল্যাণ্ডি, মে ওয়েষ্ট্‌, গ্রেটা গার্বো and so on, and so on [অতিশয় প্রফুল্লমনে সুরমার পায়ে ঢিপ্‌ করিয়া একটা প্রণাম ও দ্রুত প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ।

[একজন মুচি কাঁধের থলিতে এবং হাতে জুতা সিলাইয়ের আবশ্যকীয় জিনিয-পত্র লইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। থলি এবং অন্যান্য জিনিষ রাস্তার পাশে নামাইয়া একখানি চট্ বিছাইতে বিছাইতে গান গাহিতে লাগিল]

(গীত)

একেলি মত্ যাওগী যমুনাকি তীর।
বুলে কালা বংশীওয়ালা হাঁত্মে আবীর॥
যমুনা-কিনার যাকে
ভেটোগী কানহাইয়াকে
তব্ নেহি ছুটি আউরি নয়নাকে নীর॥

[চটের উপরে মুচির উপবেশন ; নলিন, সরোজ
এবং রোহিণীর প্রবেশ]

নলিন। তার পর, তার পর কি হ'লো?

সরোজ। তার পর গণেনবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে রোহিণী সবে মাত্র আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দেখি মদনবাবু হন্ হন্ ক'রে সেই বাড়ীর ভিতর ঢুক্লেন।

নলিন। একা ত'?

সরোজ। হ্যাঁ, সঙ্গে আর কেউ ছিল না। এদিকে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রমেন আর কার্ত্তিক ঘরের ভিতরের কাণ্ড কারখানাটা কি রকম দাঁড়ায় তাই দেখ্তে লাগ্লো।

রোহিণী। কারখানা যে কি রকম দাঁড়াবে তা' গণেনবাবুর মুখ দেখে আমি তখনই বুঝেছিলাম—একেবারে সে বারুদের কারখানা।

সরোজ। দু'মিনিট যেতে না যেতেই রমেন আর কার্ত্তিক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেল। বুঝ্‌লাম যুদ্ধ লেগেছে।

রোহিণী। আরও মিনিট দুই বাদে দেখি মদনবাবু এক হাতে চোয়ালটা চেপে ধ'রে মাতালের মত বেরিয়ে এলেন। বুঝ্‌লাম দেবাসুরের যুদ্ধে কার্ত্তিক অবতীর্ণ হ'য়ে জয়লাভ ক'রেছেন।

সরোজ। আমাদের দিক দিয়ে মদনবাবুকে আস্‌তে দেখে, আমরা একটু গা-ঢাকা দিলাম। তার পর তিনি চ'লে গেলে, তখন বেরিয়ে গণেনবাবুর বাড়ীর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও পর্য্যন্ত রমেন কিংবা কার্ত্তিক কেউ বেরুলো না দেখে বরাবর তোমার কাছে খবরটা দিতে এলাম।

নলিন। এ সমস্তই ত' সুসংবাদ। চল, এখন রণজয়ী কার্ত্তিকের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা যাক গে।

রোহিণী। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও কে? সাহেব সেজে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিকে আসে কে?

নলিন। আরে, ও মদনবাবুর ছেলে প্রাণেশ না? হ্যাঁ, প্রাণেশই ত'! প্রহার খেয়ে বাপ দিলেন রণে ভঙ্গ, আর ছেলের গেল ঠ্যাঙ্‌ খোঁড়া হ'য়ে? এ মন্দ নয় ত'! কিন্তু রোসো, আর একবার গা ঢাকা দাও ত' ভাই সব! এ আবার কোথায় যায় সেটাও দেখ্‌তে হবে।

[নলিন, সরোজ ও রোহিণীর প্রস্থান]।

[প্রাণেশের খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ]

প্রাণেশ। (স্বগত) আরে বাপ্‌রে! আর ত' চলা যায় না! এ

আচ্ছা পেরেক উঠ্‌লো জুতোর ভিতর! ম'রে বেঁচে এটুকু যেতে পারি, কিন্তু এ জুতো প'রে তুফানের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ত' কিছুতেই চ'লবে না! এদিকে বাড়ী গিয়ে জুতো বদ্‌লে আস্‌তে আস্‌তে সে বেরিয়ে প'ড়্‌বে। তার পর যে মেজাজ তার, দেরী ক'রে গেলে কথাই কইবে না। এখন উপায়? (নিকটে মুচিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া) এই সিলাই ক্রস্! এই! ইধার আও!

মুচি। (আসিতে আসিতে) কেয়া হুয়া সাহেব? জুতি ফাট্ গিয়া—কেয়া?

প্রাণেশ। আরে নেই নেই। এক্‌ঠো কাঁটা ভিতরমে গড়্‌তা হায় বড়া জোর। এ জুতি খোল্‌কে উস্‌কো ঠোক্ দেও।

[মুচি একপাটি জুতা খুলিয়া তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। একপায়ে জুতা না থাকায় প্রাণেশ অন্য পায়ে ও ছড়ির উপর ভর দিয়া কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া রহিল]

প্রাণেশ। এই, শুনো! তোম্‌রা উ সব কুছ্ দেখ্‌নে নেই হোগা। পিরেক কাঁহা হায় দেখো আউর উস্‌কো জল্‌দি ঠিক্ কর্ দেও। হাম্‌রা বহুত জরুরি কাম হায়।

মুচি। উ হাম্ জান্‌তা, সাহেব! (পার্শ্বের একটি বাড়ীর দিকে লক্ষ্য করিয়া) উ কোঠিমে ত' আপ্ যাইয়ে গা? আভি ত' কয় রোজ্‌সে আপ্ হুঁয়াকা সিসি বাবাকো সাথ লে'কে ঘুম্‌নে যাতা। ঐ দরওয়াজাকা সাম্‌না কোই কোই রোজ আপ্‌কো ঘণ্টাভর টহল্‌নে দেখা।

প্রাণেশ। বক বক মত্ করো, আপ্‌না কাম দেখো।

মুচি। উ বাবাকো আপ্ থোড়াই জান্‌তা। শুনিয়ে হাম্‌সে—উ বড়া সৌখীন! কম্‌সে কম বিশ জোড়ি জুতি পিন্‌তি হায়—সব্‌কে পালিশ উলিশ হাম হি কর্‌তা।

প্রাণেশ। তোম রোজ রোজ হিঁয়াই বৈঠ্‌তা, কেয়া ?

মুচি। হাঁ সাহেব—বিশ বরিষ—উ বাবা যব ছ' সাত বরষকা লেড়্‌কি থি, তব্‌সে।

প্রাণেশ। তোম বোল্‌নে মাঙ্‌তা—উন্‌কা উমর সাতাইশ বরিষ ?

মুচি। জোড় লিজিয়ে না। বিশ আউর সাত—কেত্‌না হোতা ?

প্রাণেশ। তোম একঠো গাদ্ধা—উল্লু! লেও, জুতি ঠিক্ করো, জল্‌দি!

মুচি। ইস্‌মে গোসা কাহে হোতা সাহাব? ত' বাস্‌—নেই হোগা সাতাইশ বরিস—উস্‌মে কেয়া? (জুতার একধার টানিতে টানিতে) লেও, ইস্‌কা সোল্ ভি উখড়্ গিয়া)

প্রাণেশ। এই, এই—মত্ টানো! বাঃ, বেটা সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে। ব'ল্লাম পেরেকটা শুধু ঠুকে দিতে। ও দিলে আমার আস্ত জুতোটা ছিঁড়ে কাজ বাড়িয়ে। ইডিয়ট্!

মুচি। হাফ্‌সোল লাগাইয়ে গা ?

প্রাণেশ। তোম্‌রা মুণ্ডু লাগায় গা! এমনি যা দেরী হ'য়ে গেল, আজ আর সেখানে পাত্তা পেতেই হবে না।

মুচি। এত্‌না তাড়াতাড়ি? বাপ্‌রে বাপ্। তব্ শুনিয়ে, আপ্ চার আনা পয়সা দিজিয়েগা, হাম দোঠো সিলাইভি জল্‌দি লাগায় দে'তা।

প্রাণেশ। আচ্ছা, আচ্ছা—জল্‌দি করো, বহুৎ জল্‌দি।

[নলিনী, সরোজ ও রোহিণীর প্রবেশ]

নলিন। একি প্রাণেশবাবু যে! এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে?

প্রাণেশ। ও:! নলিনবাবু? আর ব'ল্‌বেন না মশাই! একটা appointment আছে তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, এদিকে একটা পেরেক

জুতোর ভিতরে উঠে এমন লাগ্‌তে লাগ্‌লো যে নড়বার যো নেই। তাই একটু ঠুকিয়ে নিচ্ছি। গেরো আর কি! আপনি কোথা চ'লেছেন?

নলিন। আমাদের ত' ঘোরাই কাজ, একটু ঘুরতে বেরিয়েছি। আপনার ওখানেও হপ্তাখানেকের ভিতর আস্‌ছি। মদনবাবু ব'লেছেন যে গণেনবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়েটা হ'য়ে গেলেই, আপনার life insure করাবেন।

প্রাণেশ। O Gosh! গণেনের মেয়েকে বিয়ে! That's out of question!

নলিন। বলেন কি! (সহানুভূতির স্বরে) সেখানে ভেঙ্গে গেল? আহা, বড় দুঃখিত হ'লাম!

প্রাণেশ। দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই। I've found a much better girl—just the one I was looking for—the girl of my dream! তাকেই ত' meet ক'র্‌তে যাচ্ছিলাম এমন সময় এই blooming জুতোটা—

নলিন। বিয়ে তা' হ'লে আপনি—

প্রাণেশ। জানেন নলিনবাবু, সেই গণেন—that blighter—কি ক'রেছে জানেন? সে আমার বাবার সঙ্গে মারামারি ক'রেছে।

মুচি। লিজিয়ে সাহাব (জুতাটা প্রাণেশের দিকে ঠেলিয়া দিল) আজ্‌কা রোজ ই আপ্‌কা চলা যা'গা। পয়সা দি জিয়ে।

প্রাণেশ। (একটি টাকা দিয়া) ফির্‌তি দেও। (জুতা পরিতে পরিতে দূরে তুফানকে আসিতে দেখিয়া) ঐ রে! তুফান যে বেরিয়ে প'ড়েছে। [তুফানের প্রবেশ] এই যে—আমি ঠিক্ এসেছিলাম—কেবল একটা accident—(তুফান একবার মাত্র প্রাণেশের দিকে চাহিয়া, কোনও কথা না বলিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া চলিয়া গেল)

প্রাণেশ। That's my gal—but she is mighty angry.

এখন আমি কি করি ?—(তুফানের দিকে ফিরিয়া) I am coming darling ! I've come to propose, you know—

[অর্দ্ধেক জুতা-পরা পা'টা টানিতে টানিতে প্রাণেশের প্রস্থান]।

মুচি। (সুরে) একেলি মত্ যাওগী যমুনাকি তীর (টাকা ট্যাঁকে গুঁজিল)। [সকলের প্রস্থান]।

তৃতীয় দৃশ্য

কার্ত্তিকের বাটী।

[কার্ত্তিকের বিবাহের পর প্রীতিভোজনে বন্ধুগণ উপস্থিত]

রোহিণী। আমাদের কার্ত্তিকের বিয়েটা হ'লো কিন্তু বড় মজার।

সরোজ। তা' আর ব'ল্‌তে ! মাছ ধরার চার ফেল্‌লে প্রাণেশ, কিন্তু মাছ এসে লাগ্‌লো কার্ত্তিকের বঁড়শীতে।

রোহিণী। তোমরাই ত' প্রাণেশের চার ঘুলিয়ে দিলে। তার জন্যে এখন আমার একটু একটু দুঃখ হ'চ্ছে।

নলিনী। দুঃখের কোনও কারণ নেই হে ! তুমি খবরটা রাখ না বুঝি ? প্রাণেশও, কার্ত্তিকের সঙ্গে একই দিনে বিয়ে ক'রে ফেলেছে। সে এখন রীতিমত তুফানে হাবুডুবু। এই এখনই তা'রা এল ব'লে। আমি মিসেস্ ও মিষ্টারকে নেমন্তন্ন ক'রে একখানা card দিয়ে এসেছি। সাহেব লোক যখন নেমন্তন্ন নিয়েছে, তখন যুগলে তা'রা আস্‌ছে নিশ্চয় !

সরোজ। বল কি ? ভাল, ভাল—তবু ভাল। তা' বিয়ে ক'রে হাবুডুবু অল্পবিস্তর সকলকেই খেতে হয়—শুধু প্রাণেশ খাবে কেন ? ধর ত' ভাই, ধর ত' নলিনদা আজ সেই গানখানা—সেই "নয়কো সোঝা, ঘাড়ের বোঝা বিয়ে হ'লেই বাড়ে।"

(গীত)

নয়কো সোঝা, ঘাড়ের বোঝা বিয়ে হ'লেই বাড়ে।
বাঁধন যে তার বেজায় ক'ষে বসে, নাহি ছাড়ে।

[হঠাৎ মদনবাবুর প্রবেশ—তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ হইল এবং উপস্থিত সকলে নিরীহ এবং স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মদন একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার হাতে কতকগুলি লাল রঙের নিমন্ত্রণ-পত্র রহিয়াছে]

মদন। বোস মশাই আছেন না কি? (আরও দুই পদ অগ্রসর হইয়া) মহাদেববাবু বাড়ী আছেন?

নলিন। এই যে মদনবাবু এসেছেন? আসুন, আসুন মদনবাবু!

মদন। (কিয়ৎকাল নলিনের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া) ও, আপনি? নলিনবাবু! দেখুন, সেদিন একেবারে ঠিক্ খবর দিয়েছিলেন আপনি। সেই বদ্‌মায়েস আহাম্মুখ গণেনটা ভিতরে ভিতরে আর এক জায়গায় মেয়ের বিয়ের ঠিক্ ক'র্‌ছিল। লোকটা মহা শয়তান, বুঝ্‌লেন!

নলিন। আপনি গিয়েছিলেন সেদিন ওদের বাড়ী?

মদন। গিয়েছিলাম বৈ কি! আপনিও ত' সেই পরামর্শই দিয়েছিলেন। ওঃ! ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

নলিন। তার পর?

মদন। তার পর, কৈ আপনি সেই মস্ত জমীদারের মেয়ের বিয়ের জন্যে আমার কাছে আর এলেন না ত'?

নলিন। যাব কি ক'রে বলুন? আজকাল সবাই শয়তান। তা'রাও যেখানে সম্বন্ধ ক'র্‌ছিল, বুঝেছেন, সেইখানেই শেষে বিয়ে দিলে —এমনি ছোট লোক! আর না-হক্ আমাকে ঘুরিয়ে মার্‌লে।

মদন। বটে?

নলিন। তাই নিয়ে আমার সঙ্গে চটাচটি হাতাহাতি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। সেই কন্যাকর্ত্তার মুখে দুটি ঘা' ঘুষি লাগিয়ে এসেছি, এখন দু'মাস তার দাগ থাক্‌বে।

মদন। (অনবধানতায় নিজের মুখে একবার হাত বুলাইয়া) বেশ ক'রেছেন। ওসব লোকের ঐ হ'চ্চে ঠিক্ শাস্তি।

নলিন। (হাসিয়া) আপনিও বেশ দু'ঘা দিয়ে এসেছেন বুঝি?

মদন। হঁ্যা, দিতাম বেশ উত্তম মধ্যম রকমই, কেবল এক বেটা আঁট্‌কুড়োর পুত—একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া—যেন মাটি থেকে গজিয়ে উঠ্‌লো। সেই ছোঁড়াটাই তা'কে সেদিন খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে। একবার দেখ্‌তে পাই ত' ছোকরাটাকে গুণ্ডা দিয়ে মার লাগাই।

[সুসজ্জিত কার্ত্তিকের প্রবেশ।— তাহার দিকে চাহিবামাত্র মদনের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। কার্ত্তিক মদনের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া হঠাৎ মদনকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল]

মদন। (ভ্রূকুটির সহিত কার্ত্তিককে লক্ষ করিতে করিতে) এ ছোকরাটি কে নলিনবাবু? চেনা চেনা লাগ্‌ছে যেন!

[গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া কার্ত্তিকের সরিয়া পড়িবার উপক্রম]

নলিন। (কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া) এটি আমাদের কার্ত্তিক— মহাদেববাবুর ছেলে। বেজায় ভাল মানুষ! দেখ্‌চেন না, কি রকম লাজুক, গোবেচারা! আপনাকে অচেনা দেখে স'রে প'ড়্‌ছিল। আপনি আবার ওকে কোথায় দেখ্‌লেন, বলুন ত'? ও ত' বাড়ী থেকে বেরোয়-ই না। কেবল ঘরের কোণে বইয়ের গাদার ভিতর ব'সে থাকে।

(কার্ত্তিক অতি বিনয়ের ভাণ করিতে লাগিল; তাহার বন্ধুগণ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল)।

মদন। (আর একবার কার্ত্তিকের প্রতি চাহিয়া) না, তা' হ'লে আমারই ভুল হ'য়েছে। কিন্তু সে ছেলেটারও এম্‌নি চেহারা—দেখ্‌তে যেন গোলাপখাস আমটি, কিন্তু একেবারে জোঁদা টক্।

নলিন। ও, সেই ঘুষিবাজ—যা'র কথা বল্‌ছিলেন? এ কার্ত্তিক বুঝি তা'রই মত দেখ্‌তে? (হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) রামো! রামো! এ ছেলেটা একেবারে ঠিক্ তার উল্‌টো। প'ড়ে প'ড়ে যদি মার খায়, সে-ও ওর আচ্ছা, তবু—

মদন। ও! তা' যাক্ সে কথা। এখন এ বাড়ীতে কি, বলুন ত'? বিয়ের ব্যাপার না কি?

নলিন। (কার্ত্তিককে দেখাইয়া) এই এরই বিয়ে হ'য়ে গেল—আজ বৌ-ভাত।

মদন। বটে! তা' কোথা বিয়ে হ'ল? (কার্ত্তিক একটু সরিয়া দাঁড়াইল)

নলিন। (নিম্নস্বরে) আর বলেন কেন আজকালকার ছেলেদের ব্যাপার! দেখ্‌চেন ত' কি রকম সব চ'ল্‌চে আজকাল? হঠাৎ এক জায়গায় প্রণয়ে প'ড়ে যায়, তার পর যদি সে মেয়ের বরাত জোর থাকে তবেই চট্‌পট্ এই বিয়ে আর কি! ও সব কথা আর তুল্‌বেন না!

মদন। তা' যা' ব'লেছেন! আমার প্রাণেশেরও ঐ রকম ক'রেই হঠাৎ বিয়ে হ'য়ে গেল যে! সে এমন তাড়াতাড়ি হ'ল যে বিয়েতে কাউকে আর ব'লে উঠ্‌তে পারি নি।

নলিন। হাতে নিমন্ত্রণ-পত্র দেখ্‌ছি যে!

মদন। প্রীতিভোজনটা এই রবিবারে আছে, তাই নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে বেরিয়েছি। আমার কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে নিত্যই মহাদেববাবুর অফিসের দরজায় হাজির হ'তে হয়—ওঁকে ত' ব'ল্‌তেই হবে। কোথায় আছেন তিনি—চিঠিখানা তাঁর হাতেই দিয়ে যেতাম।

কার্ত্তিক। (তাড়াতাড়ি) কিন্তু তিনি একটু আগে একটা কি জিনিষের জন্যে বেরিয়েছেন। আপনি আমার কাছে চিঠিখানা দিয়ে যান, আমি ব'ল্‌বো অখন। আপনি আর মিছে দেরী ক'র্‌বেন কেন?

মদন। তা' বেশ! মহাদেববাবুর যদি বিলম্ব—

নলিন। হাঁা, তা' বিলম্ব হ'তে পারে বৈ কি! আপনার এখন কত কাজ আছে। ও চিঠিখানা তাঁর ছেলের হাতেই দিয়ে যান—দিন (শশব্যস্তে একখানা পত্র মদনের হাত হইতে লইলেন)—

মদন। আচ্ছা—কিন্তু ওখানা নয়। এই যে তাঁর নাম লেখা চিঠি। (নলিনের হাত হইতে পত্র লইযা অন্য পত্র কার্ত্তিকের হাতে দিলেন)।

মদন। (কার্ত্তিকের প্রতি) তোমার বাবা ত' যাবেনই, তোমারও যেতে হবে—নইলে ভারি দুঃখিত হব।

নলিন। (তাড়াতাড়ি মদনকে বিদায় করিবার জন্য) হাঁা, ও যাবে বৈ কি! চলুন, চলুন, আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। আসুন, (বাহিরে যাইবার পথে অগ্রসর হইলেন)

মদন। (নলিনের সঙ্গে যাইতে যাইতে) বেশ ধীর ঠাণ্ডা ছেলে মহাদেববাবুর।

কার্ত্তিক। (মদনের পশ্চাতে বেগে আসিয়া) একটু জলযোগ ক'রে যাবেন না?

নলিন। না, না, আজ আর লৌকিকতা ক'র্‌তে গিয়ে সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই।

মদন। (ফিরিয়া, সহাস্যে ও আপ্যায়িতভাবে) না বাবা! আজ আর থাক্। এখনও আমার অনেক ঘুর্‌তে বাকি।

নলিন। (মদনের প্রতি) দেখেচেন মদনবাবু! তা' এদিকে ওর বেশ বুদ্ধি বিবেচনা আছে।

কার্ত্তিক। (অতি বিনয়ের সহিত) বিলক্ষণ! উনি আমার পিতৃবন্ধু!

মদন। না, না, খাসা ছেলে—রূপে গুণে! প্রথম দেখে আমার কেমন একটু ভ্রম হ'য়েছিল। কিছু মনে ক'রো না, বাবা!

কার্ত্তিক। (সবিনয়ে) আজ্ঞে কি যে বলেন! চলুন, গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

মদন। থাক্, থাক্—আর সঙ্গে আস্‌তে হবে না। [প্রস্থান]।

[রাস্তার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কার্ত্তিক ও নলিন হঠাৎ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। উপস্থিত বন্ধুগণও উচ্চহাস্যে যোগ দিল]

রোহিণী। নাও, এখন ধর, গানখানা আবার ধর। আজকের দিনে ওটা ভারি লাগ্‌সই। তোমার বৌটিকে এইবার নিয়ে এস, ভাই কার্ত্তিক! একবার যুগল রূপটি দেখি! রমেন তুমি সঙ্গে যাও—দেখো, আবার যেন ও মোটরচাপা না পড়ে।

[পুনরায় সকলে মিলিয়া গান ধরিল]

নয়কো সোঝা, ঘাড়ের বোঝা বিয়ে হ'লেই বাড়ে।
বাঁধন যে তার বেজায় ক'ষে বসে, নাহি ছাড়ে॥
গেরস্তদের বাস্তভিটে রাখ্‌তে আলো ক'রে
ব্যাস্ত হ'য়ে আসেন নেমে আস্ত চাঁদটি ঘরে
সুধা ছড়ান তুষ্ট যখন রুষ্ট হ'লে পরে
সৃষ্টি কালো-কিষ্টি করেন ডুবিয়ে অন্ধকারে॥

[বর-বেশে কার্ত্তিক এবং ক'নে-সাজে মণিমালাকে সঙ্গে করিয়া রমেনের প্রবেশ]

অন্ধঠাকুর ভালবাসার ভূতটি চাপান ঘাড়ে
বরাত কিন্তু ব'সে ব'সে কলকাঠিটি নাড়ে

[তুফানের হাত ধরিয়া প্রাণেশের প্রবেশ]

পাক-চক্রে কারও মুখের গ্রাসটি শেষে কাড়ে
(আর) হাল-ছাড়া কেউ তুফানভরা প্রেমের পারাবারে।

যবনিকা